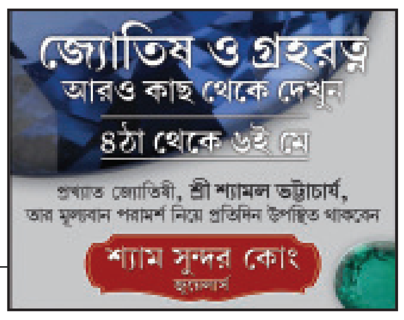

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 May, 2023 ■ আগরতলা ১৪ মে, ২০২৩ইং ■ ৩০ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কর্ণাটকে কংগ্রেসের বিপুল জয়ে বিরোধী শিবিরে উল্লাস

কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা সাক্ষাৎ করেন এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সাথে।

ব্যাঙ্গালুরু, ১৩ মে।। বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে কর্নাটকে শেষ হাসি হাসল কংগ্রেসই। কান পর্যন্ত চওড়া সেই হাসিতে একদিকে যেমন ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন ভরপুর, অন্য দিকে, হাসিতে মিশে দুর্দান্ত ফল থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস। যদিও দক্ষিণের একমাত্র রাজ্য, যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল, সেই কর্নাটক ধরে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি কেন্দ্রের শাসকদল। অনেকটা বাংলার বিধানসভা ভোটের ধাঁচেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ যাত্রায় হাতেই ভরসা রাখলেন কর্নাটকবাসী।

মোট আসন-২২৪
কংগ্রেস-১৩৭
বিজেপি-৬৫
জেডিএস-১৯
অন্যান্য-০৩

এই নিয়ে গত ৫ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেস কোনও রাজ্য দখল করল। এই পরিবর্তন প্রথম লক্ষ করা গিয়েছিল হিমাচল প্রদেশে। তার পরেই কর্নাটক। দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে দক্ষিণের একমাত্র প্রতিনিধি কর্নাটক। কিন্তু ভোটের ফল বলছে, সেই রাজ্যেও ঝড় তুলে বিজেপিকে উড়িয়ে দিল কংগ্রেস।

২২৪ আসনের কর্নাটকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কংগ্রেস পেয়েছে ১৩৭টি আসন। অন্য দিকে বিজেপি থেকে গিয়েছে ৬৫ আসনে। কুমারস্বামীর জেডিএস পেয়েছে ১৯টি আসন। কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৪২.৯ শতাংশ ভোট। বিজেপি পেয়েছে ৩৬ শতাংশ। জেডিএস পেয়েছে ১৩.২৯ শতাংশ। কিন্তু বিজেপির এই হতাশাজনক ফলের কারণ কী? ভোটের ফল বিশ্লেষণ করতে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, মূলত চার কারণে বিজেপির বিপর্যয়।

রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হওয়ার মতো দাপুটে নেতার অভাব স্পষ্ট হয়েছে বিজেপিতে। দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ বাসবরাজ বোম্মাই। এই পরিস্থিতিতে ইয়েদুরাপ্পাকে ছাড়া আর যাঁরা বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম জগদীশ শেট্টার এবং লক্ষণ সাভাডিকে টিকিট দেওয়া হয়নি। ঘটনাচক্রে, এই ইয়েদুরাপ্পা, জগদীশ এবং লক্ষণ এই তিন নেতাই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ভুক্ত। বিজেপির আদি ভোটব্যাঙ্ক লিঙ্গায়েতদের পদ্ম-বিমুখতা কি তারই ইঙ্গিত? বস্তুত, ফলে স্পষ্ট হয়েছে, কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া বা শিবকুমারের মতো নেতা ছিল না বিজেপির ভাঁড়ারে।

কর্ণাটকে দারুণ জয়ের জন্য কংগ্রেসকে অভিন্দন জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। কেজরিওয়াল বলেছেন, বিজেপিকে বুঝতে হবে তাঁদের কৌশল আর কাজ করবে না। তিনি অবশ্য নির্বাচনে আপ-র হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন।

কেজরিওয়ালের কথায়, একটা সময় আসবে যখন কর্ণাটকেও জিতবে আম আদমি পার্টি। নির্বাচন কমিশন অনুসারে, আপ একটি ফাঁকা ড্র করেছে, মাত্র ০.৫৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তবে, কেজরিওয়ালের আপ পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছে। এ জন্য দলীয় প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত ভরাডুবি হল বিজেপির। একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কংগ্রেসের অর্ধেক আসনেও জিততে পারল না গেরুয়া শিবির। নিজেদের বেশ কিছু নিশ্চিত জেতা আসনেও হারতে হল বিজেপিকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটক জয়ের জন্য কংগ্রেসকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি যে সব ভোটার বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন,"কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য কংগ্রেস দলকে অভিনন্দন। জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য আমার শুভকামনা।'

অন্য একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, "যারা কর্ণাটক নির্বাচনে আমাদের সমর্থন করেছেন আমি তাদের সবাইকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্র আছে বলেই কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গণতন্ত্র আছে বলেই কর্ণাটকে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জয়-পরাজয় থাকেই।

কর্ণাটকে নির্বাচনী ফলাফল নিয়েই প্রতিক্রিয়ায় বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। তাঁর দাবি, বিজেপি সর্বদা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলে। অথচ, গণতন্ত্রহরণকারী বামেরাই এখন ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই বলে চিৎকার করছেন, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জয়-পরাজয় থাকেই। তবে, কর্ণাটকে বিজেপি পরাজিত হলেও যথেষ্ঠ ভাল ফলাফল করেছে। পরাজয়ের বিশ্লেষণ দল করবে নিশ্চয়ই। তাঁর দাবি, বিজেপি বরাবরই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলে। গণতন্ত্র আছে বলেই কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে আগুনে ঝলসে আত্মহত্যা নির্যাতিতা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। শ্বশুর বাড়ির লোকজনের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো এক গৃহবধূ। ঘটনা কৈলাসহরের ভাগ্যপুর গ্রামে। আত্মহত্যার ঘটনায় গোটা ভাগ্যপুর গ্রামে তীব্র আতংক বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ধনবিলাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ভাগ্যপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা বাপ্পু মালাকার ভালোবেসে একই গ্রামের জোনাকি মালাকারকে বিগত দশ বারো বছর পূর্বে বিয়ে করেছিলো। বাপ্পু মালাকার পেশায় গাড়ি চালক।

বাপ্পু মালাকারের নিজের একটি মালবাহী গাড়ি রয়েছে। এই মালবাহী গাড়ি চালিয়েই সংসার প্রতিপালন করতেন। বিয়ের পর ভালো ভাবেই সংসার চললেও বিয়ের কয়েক বছর পাড় হয়ে যাবার পরও কোনো সন্তান না হওয়ায় সংসারে অশান্তি শুরু হয়। সন্তান না হওয়াতে প্রায়ই বাপ্পু মালাকার মারধোর করতো জোনাকিকে। সন্তান না হওয়ায় শুধুমাত্র স্বামী বাপ্পু মালাকারই মারধোর করতো না, বাপ্পুর বাড়ির লোকজনও জোনাকিকে শারিরীক ভাবে এবং মানসিক ভাবে নির্যাতন করতো বলে মৃত জোনাকি মালাকারের বোন জানায়।

বিগত কয়েক মাস ধরে বাপ্পু মালাকার নিজ বাড়ি ত্যাগ করে নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুর শহরে গিয়ে অন্যের গাড়ি চালাতো। অথচ নিজের গাড়ি না চালিয়ে ভাগ্যপুর গ্রামের নিজ বাড়িতেই ফেলে রেখেছে। তেরো মে শনিবার দুপুরে হঠাৎ করে জোনাকি মালাকার নিজ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। জোনাকির শরীরে আগুন দেখে বাপ্পু মালাকারের মা বাবা সহ পরিবারের অন্যান্যরা চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেয় এবং বাপ্পু মালাকারের বাড়ির লোকজন জোনাকির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতীর জলে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গোমতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া তরতাজা যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার শালগড়া আমতলী দক্ষিণ চরে সায়ন পালের দেহ পাওয়া যায়। সায়নের মৃতদেহ উদ্ধার হতেই মা-র কান্নায় আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠে।

শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার পরিজন সহ অন্যদের মধ্যে। শুক্রবার বন্ধুদের সঙ্গে গোমতী ন্দিতে স্নান করতে যান উদয়পুর পুর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সায়ন পাল। আচমকা নদীর মাঝে গিয়ে সে তলিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে দমকল কর্মীরা অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। অবশেষে শনিবার মিলল চরে মৃতদেহ। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কর্নাটকে ঘৃণার বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ভালবাসার দোকান খুলেছে ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.)।। কর্নাটকে ঐতিহাসিক জয় হাজিল করেছে কংগ্রেস। তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন দলের নেতা রাহুল গান্ধী। জানিয়ে দিলেন, কর্নাটকে ঘৃণার হার হয়েছে, জিতে গিয়েছে ভালবাসা।

শনিবার দুপুর পর্যন্ত কর্নাটকে কংগ্রেস ১৩৭টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। সেই আবহে দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল। সঙ্গে ছিলেন জয়রাম রমেশও। এদিন নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, 'সবার আগে কর্নাটকের মানুষ, দলের নেতা-কর্মী, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সকলকে অভিনন্দন। কর্নাটকে একদিকে, পুঁজিবাদীদের প্রতিপত্তি ছিল, আর অন্য দিকে, দরিদ্র মানুষের শক্তি। আজ শক্তি, প্রতিপত্তিকে হারিয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে প্রত্যেক রাজ্যে এমনই হবে।'

রাহুল এ দিন আরও বলেন, 'কর্নাটকের দরিদ্র মানুষের পাশে রয়েছে কংগ্রেস। তাঁদের সমস্যা নিয়েই লড়েছি আমরা। আমার সবথেকে ভাল লেগেছে একটি বিষয়, তা হল, আমরা ঘৃণা এবং কটু শব্দের ব্যবহার করিনি। বুকে ভালবাসা নিয়ে লড়াই করেছি। কর্নাটক দেখিয়ে দিল, এই দেশে ভালবাসার কদর রয়েছে আজও। কর্নাটকে ঘৃণার বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় লোক আদালত পরিদর্শন করলেন হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। শনিবার অনুষ্ঠিত হল জাতীয় লোক আদালত। লোক আদালতে বিনা খরচায় মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ পান অনেকেই। শনিবার রাজ্যে আবারও বসে জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারী ছুটির দিনে এই লোক আদালত বসে। এই লোক আদালতে মোট ৬৬টি বেঞ্চে ১১,৩৪৬ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়।

এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৫০৭০ টি বিষয় এবং আদালতে বিচারাধীন ৬২৭৬টি মামলা ছিল। জাতীয় লোক আদালতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪৩৯৩ টি মামলা, মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ২৯২টি, ভোক্তা আদালত সংক্রান্ত ০৮ টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ৬৭৭টি মামলা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমল করোনা আক্রান্ত বাড়ল সুস্থতা, সক্রিয় রোগী ৪৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরায় সামান্য কমেছে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ। সাথে সুস্থতায় বৃদ্ধি সমানে চলছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৫ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, চার জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.৬৮ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৩০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৬৭ জন মোট ২৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ১.৬৮ শতাংশ। এদিকে, ৪ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৯ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১৬৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১১১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০২ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতাল চত্বরে যানজটে নাকাল রোগী ও পরিজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি দিন দিন উন্নতির শিখরে পা রাখলেও আজও পরিবর্তন হয়নি তার বাহ্যিক দিক। যানজটের হাত থেকে জিবি হাসপাতালকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। অতীতেও একই অবস্থা ছিল। অভিযোগ সিন্ডিকেট রাজের কারণেই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া সম্ভব হয়নি, রাম বাম কোন আমলেই। শুধু পরিবর্তন হয়েছে সংগঠনের নাম। বাদবাকি একই রয়েছে। কান পাতলে শোনা যায় এই অভিযোগ গুলি জিবি হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মুখে। অথচ এ বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে দিনরাত ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত এই হাসপাতাল। এই জায়গায় অহেতুক যানজট সৃষ্টি করে রোগী এবং তাদের পরিজনদের হয়রানির শিকার একাংশ যান চালকরা। তাদের বিরুদ্ধে বলার মত সাহস কারোর নেই। বলতে গেলেই চোখ রাঙিয়ে সিন্ডিকেটের হুংকার দিচ্ছে। আগেও তাই হতো। দিন দিন সমস্যা বাড়ছে বই কমছে না। মানুষের দাবি উঠছে এর হাত থেকে জিবি হাসপাতালকে মুক্ত করুক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বছরে প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রক্তদানে মানুষের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠে। মানুষ মানুষের জন্য এটাই রক্তদানে প্রমাণিত হয়। আজ সকালে বনমালীপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। কৈবল্যধামের চতুর্থ মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ ভবতোষ বন্দোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা আরও বলেন, জনসংখ্যার হিসাবে রাজ্যে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৪২ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২২-২৩ (২৮ ফেবয়ারি) অর্থবছরে হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৮ হাজার ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, এরাজ্যে রক্তদানের ইতিহাস অনেক পুরানো। বিভিন্ন সময়ে যখনই স্বেচ্ছা রক্তদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। এবারেও বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে যখন রক্তের ঘাটতি দেখা দেয় তখনই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছা রক্তদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। সরকারের আহ্বানে বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, সংগঠন, এনএসএস এবং ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। এই রক্তদানের মাধ্যমে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রক্তের অভাবে যাতে কোন মুমুর্ষূ রোগীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুর সীমান্তে পাচারকালে দুটি বাইক উদ্ধার, ধৃত বাংলাদেশী চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। সীমান্তে বাইক পাচারকালে বাংলাদেশী যুবককে আটক করেছে মধুপুর থানার পুলিশ।সাথে নম্বরবিহীন দুইটি বাইক সহ চুরি করার নানান সরঞ্জাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি জানিয়েছেন, শনিবার সকালে মধুপুর থানার সাব ইনস্পেক্টর দীপজ্যোতি দাসের নেতৃত্বে কোনাবন হরিপুর চকবস্তা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নম্বরবিহীন দুইটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি চুরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত যুবক বাংলাদেশের বাসিন্দা কামাল হোসেন(২৩)। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেছে দুইটি বাইক আগরতলা থেকে চুরি করা হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় মোকা ঃ আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের চার জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোকা'র প্রভাব সরাসরি রাজ্যের উপর পড়বে না। কিন্তু এর প্রভাবে আগামীকাল বিকাল থেকে ১৭ মে পর্যন্ত রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ থাকবে সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৭০ কিলোমিটার। এজন্য রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরায় কমলা সতর্কতা (সতর্ক এবং প্রস্তুতি রাখা) এবং বাকি জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আজ রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার শরৎ দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের বিশেষ সচিব অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য বলেন, মোকা মোকাবিলায় আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, আগরতলাস্থিত আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা নেহুল কুলকর্ণি। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের বিশেষ সচিব জানান, সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

ঘূর্ণিঝড় মোকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন শনিবার।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়ে জনসাধারণকে অবগতি করার জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। এই নম্বর দুটি হল রাজ্যস্তরের জন্য ১০৭০ এবং জেলা পর্যায়ের জন্য ১০৭৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার শরৎ দাস আরও জানান, এনডিআরএফ, এইচডিআরএফ, আপদামিত্র, সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সতর্ক করা, রাজ্যের ৩৬টি স্থানে দুর্যোগ মোকাবিলায় যে সকল সামগ্রী রয়েছে সেগুলিকে প্রস্তুত করে রাখা, বন্যা প্রবণ অঞ্চলগুলিতে ত্রাণ শিবির খোলা, খাদ্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯◘ সংখ্যা ১১০◘ ১৪ মে ২০২৩ইং ◘ ৩০ বৈশাখ ◘ রবিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ডুবছে চীন, অর্থনীতিতে এগিয়ে ভারত

গোটা বিশ্বের অর্থনীতি যখন বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন ঠিক সেই সময়ও ভারতের অর্থনীতি অনেকটাই স্থিতিশীল। ইহা ভারতের জন্য নিশ্চয়ই আশার আলো। এই আশার আলোকে আরো উজ্জ্বলিত করিবার জন্য দেশের সরকার এবং দেশের অর্থনীতিবিদরা নানা প্রয়াস জানি রাখিয়াছেন। বিশ্বের উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। উন্নয়নশীল ভারত বর্ষ নানা দিক দিয়া স্থিতিশীল ভূমিকা বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেছে। ইহার কৃতিত্ব শুধু দেশের সরকার কিংবা অর্থনীতিবিদদের নয়, কৃতিত্ব আমাদের দেশের কৃষকদের। কৃষি উৎপাদনেই দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়া চলিতেছে। এই খারাপ অব্যাহত থাকিলে দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল পরিবার কোন শক্তি কাছে আসিতে পারিবে না। দেশের সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করিবার ওপর দেশের সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই প্রয়াস ও ধারা অব্যাহত থাকিলে উন্নয়নশীল দেশ শীর্ষ আসন দখল করিতে সক্ষম হইবে।

করোনা পরিস্থিতির পর থেকেই সারা বিশ্বে বহু দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। সেই তখন থেকেই এই সমস্যা শুরু হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই সমস্যা আরও বাড়িতেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে যে দেশগুলো, সেখানেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা যাইতেছে।কিছু আগে আমেরিকার একটি ব্যাঙ্ক ডুবে গিয়াছিল। যদিও এই প্রথম নয় এই বছরের শুরু হইতে না হইতে আমেরিকার দুটি ব্যাঙ্কের একই অবস্থা হইয়াছিল। সেই জন্য সেই দেশে অর্থসংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেদেশের অর্থমন্ত্রী আগামী ১ জুনের মধ্যে ঋণের সীমা বাড়ানোর দাবি জানাইয়াছেন। না হইলে খুব শীঘ্রই আমেরিকা ডিফল্ট হইবে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটিবে। এই জন্য সেদেশে মন্দার আশঙ্কাও বাড়িয়াছে। যদিও এখন আমেরিকা ছাড়াও ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশেও মন্দার আশঙ্কা বাড়িয়াছে। এবার অনেকেই ভাববে এই তালিকায় ভারত কোন স্থানে রহিয়াছে।ওয়াল্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক অনুসারে, ভারতে মন্দার আশঙ্কা নাই এখন। বর্তমান সময় পৃথিবীর সব বড় দেশগুলোর মধ্যে এক মাত্র ভারত এমন দেশ যেখানে এই ধরনের সমস্যা আসিবার কোনও সম্ভবনা নাই। বরং খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাইতেছে ভারতীয় অর্থনীতি। আই এম এফ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতের অর্থনীতি হইবে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা অর্থনীতি।অন্যদিকে মন্দার প্রভাব পরিতে পারে যে দেশগুলিতে তাহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম রহিয়াছে আমেরিকার। সে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়াছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। দুই নম্বরে রহিয়াছে নিউজিল্যান্ড। সেদেশে মন্দার আশঙ্কা রহিয়াছে ৭০ শতাংশ। আমেরিকায় এই আশঙ্কা ৬৫ শতাংশ রহিয়াছে। জার্মানি, ইতালি এবং কানাডায় এই আশঙ্কা রয়েছে ৬০ শতাংশ।এছাড়াও ফ্রান্সে ৫০ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৫ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ৪০ শতাংশ, রাশিয়ায় ৩৭.৫ শতাংশ, জাপানে ৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ শতাংশ এবং ২৭.৫ শতাংশ। তবে এই তালিকায় রহিয়াছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চিনও। তালিকায় চিনে মন্দার আশঙ্কা রহিয়াছে প্রায় ১২.৫ শতাংশ।

দুর্গাপুজোর আগে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু হবে

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : দুর্গা পুজোর আগেই মাঝেরহাট পর্যন্ত চলতে শুরু করবে কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো। দুর্গা পুজোর আগেই মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন এর কাজ শেষ হবে। তার পরেই মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শনের পর এমনটাই জানালেন মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জনসাধারণ চাইছেন দ্রুত মাঝেরহাট স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করুক। তাই আমরা মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন সম্পন্ন করার কাজ আরও দুই মাস এগিয়ে এনেছি। মাঝেরহাট স্টেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রুটে রয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা-বজবজ শাখা। প্রতিদিন এই শাখায় ট্রেন পথে বহু মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। ফলে মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো লাইন বিস্তৃত হলে সেক্ষেত্রে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতার সাথে সংযুক্ত হবে না, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে মেট্রো সংযোগও থাকবে। এছাড়াও, ২০২৬ এর মধ্যে জোকা থেকে বিবাদীবাগ পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়িতে টোটো চুরির অভিযোগে গ্রেফতার দুজন

শিলিগুড়ি, ১৩ মে (হি.স.) : টোটো (ই-রিকশা) চুরির অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ নাজির ও মহম্মদ শহীদ। দুজনেই শিলিগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সন্ন্যাসিকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মঞ্জুর আলীর টোটো চুরি হয়। শুক্রবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মঞ্জুর আলি। অভিযোগের ভিত্তিতে গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে টোটো চুরির অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া টোটোও। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

পরিণীতির বাগদান উপলক্ষে দিল্লিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : বোন পরিণীতি চোপড়ার বাগদান উপলক্ষে দিল্লি পৌঁছলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। শনিবার সকালেই দিল্লি এয়ারপোর্টে উড়ে এলেন অভিনেত্রী। তবে আগের বারের মতো সঙ্গে নিক জোনাস বা মেয়ে মালতিকে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে। শনিবার সকালে দিল্লি এয়ারপোর্টে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যায় হালকা ব্রাউন রঙের ওভার সাইজড টি-শার্ট এবং একই রঙের ট্রাউজারে। সঙ্গে মানানসই সানগ্লাস এবং মাথায় একটি কালো রঙের টুপি ছিল প্রিয়াঙ্কার। সাংবাদিকদের দেখেও খুশি হন প্রিয়াঙ্কা। হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করেন অভিনেত্রী। সেই সঙ্গে মুখেও প্রিয়াঙ্কা 'নমস্কার' বলেন। শুধু সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই নয়, ভক্তদের সেলফি তোলার আবদারও মেটাতে দেখা গেল প্রিয়াঙ্কাকে। প্রসঙ্গত, শনিবারই রাঘব এবং পরিণীতির এনগেজমেন্ট হওয়ার পুরো প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। জানা গেছে, বিকেল ৫টায় রাঘব চাড়ার বাড়িতেই শিখ নিয়ম মেনে শুরু হবে দুজনের বাগদানের অনুষ্ঠান। প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানেরও উপস্থিত থাকার কথা এই অনুষ্ঠানে।

'সত্যজিৎ রায়'ঃ বাঙালির গর্ব, বাঙালির আভিজাত্য

রাজু পারাল

তাঁর প্রয়াণে শেষ হয়েছিল এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের মনের মণিকোঠায়। তার সৃষ্টি তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। প্রতিভার কখনও মৃত্যু হয় না। তার প্রতিভা ছিল চিরবিস্ময়, চির শাশ্বত। তিনি প্রবাদপুরুষ সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)। তার মধ্যে নিরহংকার, সংস্কৃতবান, সরল, সহৃদয়, সততা ও মায়ামমতায় পূর্ণ এক মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পর যদি কেউ বিশ্বজোড়া সম্মান আমাদের দেশে পেয়ে থাকেন, তবে তিনি সত্যজিৎ রায়। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে জীবিতবস্থায় এত সম্মান অর্জন তার মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি বাংলা ও বাঙালির অহঙ্কার আজও সত্যজিৎ রায় মূলত চলচ্চিত্র নির্মাতা হলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী শিল্প প্রতিভার অধিকারী। তিনি যখন যে শিল্প রচনা করেছেন তাতেই দেখা গেছে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে আধুনিকতা আনার প্রয়াস। শিক জীবনের প্রারম্ভেই আমরা তার কাছ থেকে পেয়েছি মুদ্রণ, আঙ্গিক পরিপ্যাটি, প্রচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের নতুন শিক্ষা। সঙ্গীত নির্মাণেও তীর প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে তিনি যে সঙ্গীত নির্মাণ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তা তার আধুনিক মননেরই পরিচয় বহন করে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ফাকে ফাকে তিনি যে ছোট গল্পের জগৎকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন, তা তার সৃজনশীল মানসিকতারই পরিচয় দেয়। বহুমুখী প্রতিভার ১০০ গড়পার রোডের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২১ সালের ২ মে। পিতা সুকুমার রায় ছিলেন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পী। আর পিতামহত্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ছিলেন শিশুসাহিত্যের যাদুকর। সুকুমার রায় ও সুপ্রভা দেবীর একমাত্র সন্তান সত্যজিতের প্রথম জীবনে ডাক নাম ছিল "মানিক"। দু'বছর হয় সত্যজিৎ। এ সময়েই (১৯২৩) কালাজ্বরে ভুগে মাত্র বছর বয়সে পরলোক গমন করেন সুকুমার রায়। ওই অল্প বয়সেই শিশু সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছিলেন "আবোল-তাবোল" "হ- য- ব- র- ল" "পাগলা দাশু" "হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি" ইত্যাদি অনবদ্য কয়েকটি বই রচনা করে। পিতৃহীন সত্যজিৎকে নিয়ে মা সুপ্রভা একশো নম্বর গড়পাড় রোভ থেকে ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডে ভাইয়ের বাড়িতে এসে ওঠেন এক সময়ে। মামার বাড়িতেই শুরু হয় তার নতুন জীবন। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন মা সুপ্রভা দেবী। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর বনেদি পরিবারের স্বচ্ছল অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে জীবনসংগ্রাম করে বালক সত্যজিৎকে মানুষ করেছিলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অমন যাঁর বাপ-ঠাকুরদা, সে ছেলে সাধারণ হতে পরে না। সত্যিই, বাপ-ঠাকুরদার পদঙ্ক অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত মায়ের মুখে আনন্দ ও গর্বের হাসি ফোটাতে পেরেছিলেন সত্যজিৎ। ১৯৬০ সালে মৃত্যুর আগে দেশ-ছেলের সম্মান দেখে সুপ্রভা দেবী। বকুলবাগানে মামারবাড়িতে থাকতে থাকতেই বালক সত্যজিতের বায়োস্কোপের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। পরিচয় ঘটে ছাপাখানা, ব্লক মেকিং, ছবি তোলা এসবের সঙ্গেও। বোধহয় তার ধমনীতে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার রায়ের রক্ত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। আরও একটি বিষয়ে সত্যজিৎ রায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন, তা হল ছবি আঁকা। দশ-বারো বছর বয়সেই অসাধাণর সব ছবি আঁকতেন বলে স্কুলের ড্রইং টিচারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ। ১৯৩৯ সালে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করার পর শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে ভর্তি হন শিল্প শিক্ষার জন্য। এখানে তিনি শিল্পগুলি নন্দলাল বসুর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তা তিনি সম্পূর্ণ না করে আর্থিক উপার্জনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা 'ডি জি কিমার অ্যান্ড কোম্পানিতে কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। সৃজনশীল প্রপতিভার গুণে বিজ্ঞাপন শিল্পে সহজেই তিনি সাফল্য লাভ করেন।

বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জি কিমারে সত্যজিতের কাজ ছিল বইয়ের মলাটের ছবি আঁকা। পরে সিগনেট প্রেস থেকেও সত্যজিতের কাছে কাজের আহ্বান আসে। দুটো কাজই সত্যজিৎ দক্ষতার সঙ্গে করতেন। প্রায় দশ বছর কিমারে কাজ করার পর ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। তবে সত্যজিতের শিল্পমন চলচ্চিত্রকে ঘিরেই বার বার আলোড়িত হতে থাকে। ১৯৪৪-এ চিত্রনাট্য লেখার কাজ শুরু করেন। এই সময় "ঝিন্দের বন্দী" সহ কয়েকটি চিত্রনাট্য তৈরি করেন। "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকাতেও চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার কাজ শুরু করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে কয়েকজন বন্ধু (হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, রাম হালদার এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত) মিলে গড়ে তুললেন "ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। এসময়ে (১৯৪৯) বিজয়া দেবীর সঙ্গে পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। বিয়ের পর সত্যজিৎ রায়ের জীবনে বিরাট পরিবর্তন হয়। বিজয়া দেবী স্বামীকে কেবল অনুপ্রেরণাই জোগাননি, বড় হওয়ার জন্য সবরকম সাহায্য তিনি করেছেন স্বামী সত্যজিৎ রায়কে। দুঃসময়ে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিতেও ইতস্তত করেননি বিজয়া দেবী। সেদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

১৯৫০ সালে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজের সুবাদে লন্ডনে যান সত্যজিৎ। সেখানে সাড়ে চারমাসের মধ্যে তিনি বিশ্বের বিখ্যাত পরিচালকদের ৯৯টি চলচ্চিত্র দেখেন। ইতালিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ডি সিরার 'দি বাইসাইকেল থিফ' দেখে তিনি রীতিমতো মুগ্ধ হন। তখন থেকেই তাঁর মনে প্রাণে চলচ্চিত্র পরিপূর্ণ জায়গা করে নিল। তাঁর সৃদনশীল শিল্পীসত্তা মুক্তি পেতে চাইছিল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে।

লন্ডন থেকে ফিরে এসেই তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালি'র চিত্রনাট্য রচনার কাজে হাত দেন। এই কাজ (১৯৫৫) করতে করতে সে সময় সত্যজিৎ রায় প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়েন। যা সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পরিচিতি থাকায় আর্থিক সংকট কিছুটা লাঘব হয় সত্যজিতের। ডা. রায় তাঁকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করলে ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পায় অবশেষে। সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি' কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দলিল" হিসেবে সম্মান লাভ করে। চলচ্চিত্র নবীনের এই প্রথম সাফল্য সত্যজিৎকে বাকি জীবনটা এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এরপর একে একে সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী চলচ্চিত্র। "অপরাজিত" (১৯৫৬), "পরশপাথর" (১৯৫৭), জিলসাঘর" (১৯৬১), "কাঞ্চনজঙঘা" (১৯৬২), "অভিযান (১৯৬২), মহানগর" (১৯৬৩), চারুলতা" (১৯৬৪), কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" (১৯৬৫), নায়ক" (১৯৬৬), পচিড়িয়াখানা" (১৯৬৭), গুপী গাইন বাঘা বাইন" (১৯৬৯), অরণ্যের দিনরাত্রি") (১৯৭০), প্রতিদ্বন্দ্বী" (১৯৭০), "সীমাবদ্ধ" (১৯৭১), অশনি সংকেত? (১৯৭৩), "সোনার কেল্লা" (১৯৭৪), "জনঅরণ্য"(১৯৭৫), শতরঞ্জ কি খিলাড়ী" (১৯৭৭), জয়বাবা ফেলুনাথ" (১৯৭৮), "হীরক রাজার দেশে" (১৯৮০), 'ঘরে বাইরে,(১৯৮৪), গণশত্র"(৯৮৯), শাখাপ্রশাখা? (১৯৯০), আগন্তক' (১৯৯১) প্রভৃতির মতো বিভিন্ন রীতির বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র। তথ্যচিত্র সৃষ্টিতেও সত্যজিতের মৌলিক শিল্পসত্তার পরিচয় মেলে। "রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১) ও শিল্পী "বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রটি সত্যজিৎ রায় অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সত্যজিতের প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সব চলচ্চিত্র উৎসবেই তিনি বারে বারে আমন্ত্রিত হয়েছেন বিচারক হিসেবে। যেমন ১৯৫৮ সালে ব্রাসেলসে সেরা পরিচালকদের সেরা ছবি নির্বাচন প্রতিযোগিতার বিচারক হয়েছিলেন। ১৯৬০ এ ভিয়েনা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হয়েছিলেন, ১৯৬৩ সালে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি, ১৯৬৭-তে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক, ১৯৭১-এ তেহরান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক, ১৯৭৫-এ দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হয়েছিলেন। আর শ্রেষ্ঠ জাতীয় চলচ্চিত্রকারের পুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার কর্তক পান 'পদ্মশ্রী'। ১৯৫৯ সালে সঙ্গীত নাটক একাদেমির বিশেষ সম্মান পান সত্যজিৎ। ১৯৬৫ সালে পান 'পদ্মভূষণ' ১৯৬৭ সালে "ম্যাগসেসে" পুরস্কার পান। ১৯৭৬ সালে পান "পদ্মবিভূষণ" উপাধি। ১৯৮৫ সালে "দাদাসাহেব ফালকে" পুরস্কারে সম্মানিত হন সত্যজিৎ রায়। ভারত সরকার তাকে দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত রত্ন (১৯৯২) উপাধি। ১৯৮৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান "লিজিয়ন অফ অনার, দেওয়া হয় তাকে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং কলকাতায় এসে তাকে এই উপাধিতে সম্মানিত করে। আর মৃত্যুর আগে ১৯৯২ সালে নিউইয়র্কের অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিচকার্স কর্তৃক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য বিশেষ অস্কার পুরস্কার। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যজিৎ রায় সাম্মানিক "ডি-লিট" উপাধিও পান বিভিন্ন সময়ে। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সাহিত্য সৃষ্টিতেও সত্যজিৎ রায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পারিবারিক পত্রিকা "সন্দেশ" সম্পাদনার তাগিদে তার সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত। ১৯১৩ সালে "সন্দেশ" সচিত্র পত্রিকাটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি হাত ধরে শুরু হলেও তীর প্রয়াণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯১৫-১৬ সাল থেকে ১৯২৩ দায়িত্ব নেন পুত্র সুকুমার রায়। তিনিও অকালে মারা গেলে দীর্ঘকাল পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৬১ সালে "সন্দেশ" পত্রিকাটি পুনরায় চালু হয় সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায়। সত্যজিৎ রায় তৃতীয় পর্যায়ের "সন্দেশ" চালু করেন কবি বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায়। ১৯৬১ সালে "সন্দেশ" পত্রিকায় "ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি" শিরোনামযুক্ত গল্পটি দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি শুরু করেন প্রফেসর শঙ্কুর যাত্রা। তার লেখা প্রফেসর শঙ্কুর কাহিনিগুলি পড়লে বিস্মৃত হতে হয় তীর বিজ্ঞানচেতনা ও কল্পনা শক্তির অত্যাশচর্য মেলবন্ধন দেখে। প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রটিকে তিনি তুলে ধরেন একজন ত্ত বিজ্ঞানী, গবেষক, উদ্ভাবক এবং অভিযাত্রী রূপে। তিনি দেখান শুর ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসে আবিষ্কারের নানা ও হাড় "প্রফেসর শঙ্কু ও ভূত" "প্রফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল', "প্রফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য, প্রফেসর শঙ্কু ও চিং-চিং, প্রফেসর শঙ্কু ও কোচাবানর গুহা" প্রভৃতি এক-একটি গল্প এক-একটি হীরক খনির মতোই দুর্লভ ও কৌতূহলদ্দীপক। সত্যজিৎ রায়ের সুশিক্ষিত মানস ও প্রগাঢ় কল্পনাশক্তির দুর্লভ সমাহারে প্রফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। সত্যজিৎ রায়ের আরও একটি কাল্পনিক চরিত্র "ফেলুদা", যা বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। সত্যজিৎ রায় "ফেলুদা" (প্রকৃত নাম প্রদোষচন্দ্র মিত্র) চরিত্রটিকে একটি গে প্রভূত ব্যবহার অর্থাৎ মগজাস্তর। যার সাহায্যে ফেলুদা সমাধান করে ফেলছেন জটিল সমস্যা। তাকে সাহায্য করছে তোপসে ও লালমোহনবাবু। ফেলুদা সিরিজের গল্পগুলিতে তোপসেকে দেখানো আর লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে 'জটায়ু' ফেলুদার অন্যতম কৌতুক চরিত্র ও বন্ধুস্থানীয়।

"ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি" প্রকাশিত হওয়ার পরই সত্যজিৎ রায় পরপর প্রকাশ করতে থাকেন ফেলুদা সিরিজের অন্যান্য গল্পগুলি। তার প্রকাশিত বিভিন্ন গল্পগুলির মধ্যেত্তত্ত বাদশাহী আংটি" (১৯৬৬-৬৭), 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর' (১৯৬৭), 'শেয়াল-দেহতা রহস্য (৯৭০, পটাডেকে গগন (১৯৭০), "সোনার কেল্লা" (১৯৭১), বাক্স রহস্য" (৯৯৭২), কৈলাসে কেলেঙ্কারি" (১৯৭৩), বিয়্যাল বেঙ্গল রহস্য"(১৯৭৪), জিয় বাবা ফেলুনাথ" (১৯৭৫), "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে (১৯৭৬), "গোরস্থানে সাবধান"(১৯৭৬-৭৭), 'ছিন্ন মত্তার অভিশাপ' (১৯৭৮), হত্যাপুরী" (১৯৭৯), "গোলকধাম রহস্য" (১৯৮০) ও "যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে(১৯৮০) ইত্যাদি আজও বাঙালির মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এককথায় ফেলুদা এমন এক চরিত্র, যেখানে বাঙালির সাহসিকতা, একাগ্রতা, ধৈর্যশীলতা, যে কোনও পরিবেশে- পরিসরে থাকার ক্ষমতাশীল আর তার সাথে যে কোনও বিপদে ঝাপিয়ে পড়ার মতো মানসিকতাকে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তবে সাহিত্য, শিল্পকলা, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদি ছাড়াও একমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববন্দিত। তার অন্যান্য শিল্পগুলো যতই প্রতিভাদীপ্ত হোক না কেন একমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পই অন্যান্য শিল্পগুলিকে টেক্কা দিয়ে সেরা শিল্পের জায়গাটা কেড়ে নিয়েছে। সত্যিই সত্যজিৎ রায় বাঙালির গর্ব-- বাঙালির আভিজাত্য, তাই সবশেষে বলতেই হয়-' মহারাজ তোমাকে সেলাম'।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> লন্ডন থেকে ফিরে এসেই তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালি'র চিতত্রনাট্য রচনার কাজে হাত দেন। এই কাজ (১৯৫৫) করতে করতে সে সময় সত্যজিৎ রায় প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়েন। যা সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পরিচিতি থাকায় আর্থিক সংকট কিছুটা লাঘব হয় সত্যজিতের। ডা. রায় তাঁকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করলে ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পায় অবশেষে। সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি' কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দলিল' হিসেবে সম্মান লাভ করে।

পাটনা সেই দিনগুলি

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভাবলে অবাক লাগে, এখনও ওই ৮৭ বছর বয়সে পাটনার সঙ্গার স্টিমারের সিটি শুনতে পাই। এখনও মনে পড়ে, গঙ্গায় স্নান ও সাঁতার কাটা। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাটনায় ছিলাম। স্যার মিলার হাইস্কুল ও বিহার ন্যাশনাল কলেজে পড়াশোনা। স্কুলের দিনগুলি এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সহপাঠী ও শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে। অনেক কিছুই মনে পড়ে আবার অনেক কিছুই মনে পড়ে না। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলেন বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি আমার বাবার কাছে গল্প করতে আসতেন। আমরা দূর থেকে প্রণাম জানাতম বটুকেশ্বর দত্তকে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী মনে পড়ে। বিপুল উৎসব হয়েছিল। গান কবিতা বক্তৃতায় সেইদিনটি উৎসবমুখর ছিল। আজ মনে পড়ে। আসলে বাঙালিদের উৎসব ছিল বারোমাস। এই উৎসবে সব সময়ে পেতাম গোপাল হালদারের দাদা রঙীন হালদারকে। তিনি ছিলেন বিদ্বান মানুষ।

চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই প্রিয়রঞ্জন দাশকেও কখনো কখনো দেখেছি। আরও অনেক বিখ্যাত মানুষের পাটনায় যাতায়াত ছিল। বিখ্যাত লেখক ফণীশ্বরনাথ রেনুও পাটনায় আসতেন। সেসব দিনের কথা আজও মনে পড়ে। পাটনায় গরম ও ঠাণ্ডা দুটোই অবর্ণনীয়। যাঁরা কোনওদিন পাটনায় যাননি, তাঁরা বিশ্বাসই করবে না এরকম আবহাওয়া। পাটনা শহরে গরমে লু বইত। পাটনা শহরটা অনেকটা লম্বা। চওড়া অনেক কম। উত্তরে গঙ্গা নদী। পাটনার প্রাণ। পাটনা খুব পুরনো শহর। পাটলিপুত্র তার পুরনো নাম। পুরনো স্মৃতিসৌধ এখনও পাটনায় খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের যৌবনে পাটনায় কংগ্রেসের প্রভাব ছিল। মাঝে মাঝে জয়প্রকাশ নারায়ণের সোশ্যালিস্ট পার্টির মিছিল বের হত শহরে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আইপিটিএ-র শাখা। নাম ছিল 'কৃষ্টিকা'। আমরা সেখানে গণসংগীত গাইতাম।

পাটনা শহরে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। রবীন্দ্রজয়ন্তী ও দুর্গাপুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে শিল্পীরা যেতেন। স্থানীয় শিল্পীরাও থাকতেন। অভিনেতা জহর রায়ের পিতা সতু রায় থাকতেন এই উৎসবে। আমরা বন্ধুরা (তখন অপ্লবয়স) পবিত্র রায়, বিকাশ চক্রবর্তী, সুবিমল বসাক, আশিস সেন, জীবনময় দত্ত উৎসাহী তরুণ। আর ও অনেকের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। আমাদের অবাঙালি বন্ধুরাও উৎসাহী ছিল নানাভাবে। সব নাম এখন আমার মনে নেই। বয়স হয়েছে ৮৭ বছর। তবু মনে পড়ে কমলেশ, প্রসাদ, মদন দুসাদ, জাভেদ। একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যস্থান, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মিত এক অসামান্য ভাস্কর্য। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নিহত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শহিদ বেদি। ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ। এটা আজও পাটনার বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রণম্য। যেমন কুমরাবাহারে। এখানে পাটলিপুত্রের খানিকটা স্মৃতিচিহ্ন আছে। হয়তো সত্যি, হয়তো লোকশ্রুতি।;

আসলে পাটনা একটি ঐতিহাসিক জনপদ। ভারতের ইতিহাসে পাটলিপুত্র। এখানে এই জনপদে শিক্ষিত, অধ্যাপক, চিকিৎসক, পোস্টামাস্টার, পত্রিকার সম্পাদক, তখন বিহারে এইসব ক্ষেত্রে বাঙালিরাই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন ছবি অনেক পাল্টে গেছে। বিহারের শিক্ষিত মানুষই এখন সেইসব পদে যুক্ত আছেন। সময়ের ছবি। আর সেইসব বাঙালিরাও এখন পাটনায় নেই। ডা. সেন, সতু রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বোন, সত্যজিৎ রায়ের মামারবাড়ি-এখন সবই স্মৃতি। আর সেই 'সার্চলাইট' পত্রিকা অফিস। আজও কি আছে? সেই গোলঘর? সেই আশ্রম? এলফিস্টোন আর অশোকা সিনেমা হল? পাটনার সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজও কি অনুষ্ঠিত হয়? যেখানে গান গাইতে যেতেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। উৎপল দত্তের নাটক শম্ভু মিত্রের নাটক। সম্মানীয় অথিতি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলি। আমরা ২০-১২ জন অল্পবয়সী ভলানটিয়ার প্রচুর পরিশ্রম করতাম। সেই সব বন্ধরাও আজ সবাই নেই। বিকাশ চক্রবর্তী ও পবিত্র রায় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করত। তাঁরা প্রয়াত। আশিস সেন ও জীবনময় দত্ত বেঁচে আছে। আশিস সেন আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। জীবনময় দত্ত এখন চন্দননগরে থাকে। আমি দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার শেষ অধ্যায় কাটাচ্ছি। মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলি সুবিমল বসাকের সঙ্গে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুবিমল বসাক।

আমার জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ছি। কত স্মৃতি আর বিস্মৃতি। পাটনার সেই খোলামেলা পরিবেশ। সেই পুর বৈঁয়া ভুলিনি। ভুলিনি। ভুলিনি সঙ্গার স্টিমার। এখনও সিটি শুনতে পাই। গঙ্গায় সাঁতার কাটা আজও মনে পড়ে। কৈশোর থেকে প্রখর যৌবনে ঘুরে বেড়িয়েছি পাটনার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাঙালি আর অবাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আজও মনে পড়ে। সেই শীত সেই গ্রীষ্ম এখন কলকায় বসেও স্মৃতিতে টের পাই। ওপরে নীল আকাশ নীচে শহরের সেই সন্ধ্যা এখনও আমাকে টানে। জানি না সেই পাটনা একইরকম আছে কিনা। না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবু এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বলি--- পাটনা ভালো থেকো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঘূর্ণিঝড় মোখা : বাংলাদেশের কক্সবাজারে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৩।। বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'মোখা'। কক্সবাজারকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এবং চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। রবিবার সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৬টার মধ্যে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় মোখা।

শনিবার ঢাকার সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে এক সভা শেষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের অভ্যন্তরীণ গতিবেগ, উপকূলের দিকে এগিয়ে আসার গতিবেগ এবং উপকূল থেকে দূরত্ব বিবেচনা করে আজকে এই সভা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কক্সবাজার জেলার জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হবে। চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এবং মোংলা বন্দরের জন্য চার নম্বর বিপদ সংকেত জারি করা হবে। ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত কখন থেকে কার্যকর হবে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, শনিবার দুপুর থেকে এটি কার্যকর হবে। ঘূর্ণিঝড় মোখার কারনে শুক্রবার থেকে বন্ধ রয়েছে চট্রগ্রাম বিমানবন্দর ও চট্রগ্রাম বন্দর এবং বাংলাদেশে সকল যাত্রীবাহী নৌযান ও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবিলায় সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় মোখা ধেয়ে আসছে। আমরা ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রগুলোকে প্রস্তুত রেখেছি। ঝড়টি মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতিও নিয়েছি। শনিবার ঢাকায় ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইইবি) ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আইইবি প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় মোখা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে আশঙ্কা করছি, মায়ানমার ও বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আঘাত হানবে। এর প্রভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ভোলা ও বরগুনাসহ বিভিন্ন এলাকায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কত হতে পারে- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, টেকনাফ ও কক্সবাজারের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দুই থেকে তিন মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, বরগুনা ও ভোলার জন্য দুই মিটারের কম উচ্চতার জন্য জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। এখন সেন্টমার্টিনের সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হলেও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের শতভাগকে আনা সম্ভব হয়নি বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান।

এর আগে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির যুগ্ম পরিচালক মো. আসাদুর রহমান বলেন, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, উখিয়া অঞ্চলে মোখার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে। এটি যখন তীরে আছড়ে পড়বে তখন বাতাসের গতিবেগ থাকবে ১৬০ কিলোমিটারের বেশি। এর প্রভাবে যে বৃষ্টি হবে, তাতে পাহাড় ধসের শঙ্কা আছে। একটানা আট ঘণ্টার বেশি প্রবল বৃষ্টি হলে পাহাড়ধসের আশঙ্কা থাকে। প্রবল বৃষ্টির হতে পারে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে। সিলেটেও প্রভাব থাকবে তবে, ঢাকায় কম হবে। আসাদুর রহমান বলেন, মোখার প্রভাব সিলেট পর্যন্ত থাকবে। বর্তমানে এর ডায়ামিটার ৫০০-৫৫০ কিলোমিটার। ডায়ামিটার যদি ২৫০ কিলোমিটারও থাকে, তাও তো কম না। তীর থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে এলে এর গতি থাকবে ১৬০-১৭৫ কিলোমিটার। কিন্তু এটা আরও গতি সঞ্চার করতে পারে। এই গতিতে এগিয়ে এলে রবিবার সকাল ১০টা থেকে ঝড়ো হাওয়ার পরিমাণ বাড়বে।

আবহাওয়াবিদ ড় মো. আবুল কালাম মল্লিক বলেন, প্রত্যেকটা সাইক্লোনের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। সিডরের সঙ্গে এর তুলনা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা বঙ্গোপসাগরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে। উপকূলে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এটা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বর্তমানে সাগরে অবস্থানকালীন মোখার দমকা বাতাসের সঙ্গে যে ঝড়ো হাওয়া বইছে তার সঙ্গে সিডরের মিল রয়েছে। উপকূল অতিক্রম করার সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য, গতিবেগ, দমকা বাতাস বা ঝড়ো হাওয়ার ধরন পরিবর্তন হয়। সে কারণে বাতাসের গতিবেগ কম বেশি হয়। তাই সিডরের মতো হবে এ রকম না বলে প্রায় সিডরের সমতুল্য গতিবেগ নিয়ে মোখা মিয়ানমার ও বাংলাদেশের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে।

চরক মেলা ও গাজন উৎসব - ২০২৩

১৪-১৫মে, ২০২৩

মেলাঘর টিলা এস বি স্কুল প্রাঙ্গন, কাকড়াবন, উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৪মে , ২০২৩।। সন্ধ্যা ৬টায়

উদ্বোধক- প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা,
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

প্রধান অতিথি- শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়,
মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয়, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর

সম্মানিত অতিথি- শ্রী রামপদ জমাতিয়া , মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী অভিষেক দেবরায়, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা

বিশেষ অতিথি- শ্রী দেবল দেবরায়,
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি, গোমতী জিলা পরিষদ
শ্রী গোবেকার ময়ূর রতিলাল,
জেলা শাসক ও সমাহর্তা, গোমতী জেলা
শ্রীমতি সুপ্রিয়া সাহা
মাননীয়া চেয়ারপার্সন, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতি
শ্রী উপেন্দ্র জমাতিয়া,
মাননীয় চেয়ারম্যান, কাকড়াবন ব্লক উপদেষ্টা কমিটি
শ্রী সুধীর মজুমদার ,
মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতি
শ্রী মনোজ দেববর্মা , সহ অধিকর্তা, গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
শ্রীমতি রত্না দাস সুত্রধর, মাননীয়া প্রধান, কাকড়াবন গ্রাম পঞ্চায়েত
শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক

সভাপতি - শ্রী জীতেন্দ্র মজুমদার, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা

অনুষ্ঠানে সবার সাদর আমন্ত্রণ।

ধন্যবাদান্তে
অনিন্দ্য দত্ত মজুমদার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,
কাকড়াবন আর ডি ব্লক,
এবং
আহ্বায়ক

ICA/D-214/23

জলন্ধর উপ-নির্বাচনে জয়ী আপ-এর রিঙ্কু

জলন্ধর, ১৩ মে (হি.স.): কংগ্রেসের দখলে থাকা পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা আসন জিতে নিল আম আদমি পার্টি (আপ)। এই আসনে জিতেছেন আপ-এর সুশীল রিঙ্কু, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের করমজিত কৌর চৌধুরী হার মেনে নিয়েছেন।

জলন্ধর লোকসভা আসনে আপ-এর জয়ের পর খুশি প্রকাশ করে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ও আপ নেতা ভগবন্ত মান বলেছেন, 'মানুষের আশা ও আকাঙ্খা পূরণ করার সমস্ত চেস্টা করব আমরা। এটাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা কোনও সার্ভে-তে আসি না, সরাসরি সরকারে আসি।

উল্লেখ্য, পঞ্জাবের ফিল্লাউরে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'-র সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি প্রয়াত হন কংগ্রেসের জলন্ধর কেন্দ্রের সাংসদ সন্তোখ সিং চৌধুরী (৭৬), সন্তোখ মারা যাওয়ার কারণে উপ-নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন সন্তোখ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। সেই আসনে এবার জিতল আপ।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ আরও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমেছে, নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১,২২৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৬, ৪৯৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১, ৭৬৭ জনের (১.১৮ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৩১,১৩৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৮ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৬৩৬ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৮৯,৯৯৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ মে সারা দিনে ভারতে ১,৪২,৬৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে পুরসভা ভোট নিয়ে টুইট অমিত মালব্যর

লখনউ, ১৩ মে (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে পুরসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটপ্রাপ্তিতে টুইট করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। শনিবার দুপুরে তিনি লিখেছেন, "বিজেপি উত্তরপ্রদেশের পৌরসভা নির্বাচনে ব্যাপক জয়লাভ করেছে। ১৭ টি কর্পোরেশন আসনের মধ্যে ১৬টিতে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস এবং এসপি এখনও পর্যন্ত একটিও আসন পায়নি।"শনিবার সকাল থেকেই কর্নাটকে বিধানসভার ভোটের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে শুরু হয় পুরভোটের গণনা। এদিন লখনউ, বারাণসী, অযোধ্যার মতো শহরের পুরসভার ভাগ্য নির্ধারণ হয়। ২০২৪ সালের আগে এই পুরভোট উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সেমিফাইনাল। রাজনৈতিক মহলের মতে মানুষের বুঝতে আগামিদিনের রুটম্যাপ ঠিক করতে সাহায্য করবে গেরুয়া শিবিরকে।উত্তরপ্রদেশে এ বার পুর নির্বাচনে ৭৫টি জেলার ১৭টি নগর নিগম, ১৯৯টি নগরপালিকা এবং ৫৪৪টি নগর পঞ্চায়েতে দু'দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে। কার দখলে থাকবে পুরসভা তা আজই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিজেপির সঙ্গে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে সমাজবাদী পার্টির। লড়াইয়ে ময়দানে রয়েছে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং কংগ্রেসও। বুথ ফেরত সমীক্ষাই বলছিল, বিজেপিই অধিকাংশ পুরসভা দখল নেবে। তবে কড়া টক্কর দিতে পারে সমাজবাদী পার্টিও। বাস্তবে অবশ্য টক্করের প্রতিফলন মেলেনি। উত্তরপ্রদেশের ১৭টি পুরসভার নির্বাচনী ফলাফলে গণনার প্রায় প্রথম থেকে বিভিন্ন আসনে এগিয়ে বিজেপির প্রার্থীরা।

১৫-১৬ মে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ১৪ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে আবারও বৃদ্ধি পেল রাতের তাপমাত্রা। পারদ চড়ল সমতল থেকে পাহাড়, জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্র। এমতাবস্থায় কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৫-১৬ মে জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৭-১৯ মে সময়কালেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-১৬ মে এবং ১৭-১৯ মে এই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না আবহাওয়ার। ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার রাতে শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামের তাপমাত্রা ছিল ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লাদাখের লেহ-তে তাপমাত্রার পারদ চড়ে পৌঁছেছে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

এবার শুধু কাজ করতে হবে, কারও সমালোচনা করব না : মল্লিকার্জুন খাড়গে

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে (হি.স.): কর্ণাটকম বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত কংগ্রেস শিবির। চারিদিকে আনন্দে উৎসবে মেতে উঠেছেন কংগ্রেস নেতা-নেত্রী ও কর্মী-সমর্থকরা। এর মাঝেই সবাইকে সংযত থেকে কর্ণাটকের উন্নয়নের জন্য কাজ করার দিকে মনোনিবেশের বার্তা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

অনেক টালবাহানার পর দলের বর্ষীয়ান নেতা শশী থারুরকে হারিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বসেছিলেন খাড়গে। তারপর হিমাচলপ্রদেশ আর এবার নিজের রাজ্য কর্ণাটকে তাঁর নেতৃত্বেই ক্ষমতা ফিরেছে শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস। তাই এই মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা করে আরও বড় লক্ষ্য জয়ের প্রস্তুতি তিনি চাইছেন তিনি। কর্ণাটকে দলের জয়কে ২০২৪ সালে বিজেপিকে দিল্লি থেকে উৎখাত করার অনুরেণা বানিয়ে দেশব্যাপী কংগ্রেসের পালে জোয়ার আনার পরিকল্পনা করছেন। কর্নাটকে জয়ের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যেই খাড়গে বলছেন, 'আমরা জিতে গেছি এবং এখন আমাদের কাজ করতে হবে। আমি কারও সমালোচনা করতে চাইছি না। আমি কংগ্রেসের পক্ষে এত সমর্থন দেওয়ার জন্য আমি কর্ণাটকের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রতি তাঁরা যে ভরসা দেখিয়েছেন তার পূর্ণ মর্যাদা দেব। নির্বাচনী ইস্তেহারে আমরা যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার সবগুলিকে বাস্তবায়িত করা হবে। আমি রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও শরীর খারাপ নিয়ে যেভাবে সোনিয়া গান্ধী প্রচার করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা সবাই মিলে সম্মিলিত নেতৃত্বের অধীনে এই নির্বাচনে লড়াই করেছি এবং জয় পেয়েছি।'

ভোটে পরাজয়ের দায় স্বীকার করলেন বোম্মাই, বললেন পরাজয়ের অনেক কারণ রয়েছে

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে (হি.স.): কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের দায় স্বীকার করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই।

শনিবার ভোটের পরাজয়ের দায় স্বীকার করে বোম্মাই বলেছেন, 'কর্ণাটকের জনগণের জনাদেশকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এই পরাজয়ের জন্য আমি দায়ী, এই হারের একাধিক কারণ রয়েছে। আমরা সব কারণ খুঁজে বের করে আবারও সংসদ নির্বাচনের জন্য দলকে শক্তিশালী করব।'

বোম্মাই জোর দিয়ে বলেছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে বিজেপি। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপি কর্মীদের অনেক প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও, আমরা নিজেদের ছাপ রাখতে সক্ষম হইনি।

সম্পূর্ণ ফলাফল আসার পরে আমরা একটি বিশদ বিশ্লেষণ করব। লোকসভা নির্বাচনে আমি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে ফিরে আসব।'

আমেরিকা ও কানাডায় ২০০টি পর্দায় মুক্তি পেল 'দ্য কেরালা স্টোরি'

মুম্বই, ১৩ মে (হি. স.) : বিতর্কের মাঝেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় দু'শোটিরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'।

জানা গিয়েছে, ৫ মে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'। তিন মেয়ের গল্প নিয়ে এই ছবি।

কেরল থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর যাঁদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। পরে তারা আইসিস-এ যোগ দেন। সুদীপ্ত জানান, দ্য কেরালা স্টোরি' হল একটি মিশন, যা সিনেমার সৃজনশীল সীমানার বাইরে, একটি আন্দোলন, যা সারা বিশ্বের জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনো উচিৎ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিৎ।

ছবিতে শালিনী উন্নিকৃষ্ণনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আদা শর্মা। রমরমিয়ে ব্যবসা করছে সুদীপ্ত সেন পরিচালিত 'দ্য কেরালা স্টোরি'।

দেশের অন্যান্য জায়গায় এই ছবি চললেও সমস্যা তৈরি হয় তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই ছবি।

এর প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে মামলা পর্যন্ত করেন ছবি নির্মাতারা। পশ্চিমবঙ্গে কেন সিনেমাটি নিষিদ্ধ করা হল?

তা নিয়ে এবার রাজ্য সরকারকে নোটিশ দিয়ে জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এই ছবির ছয় দিনে বক্স অফিস কালেকশন প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এবার বিদেশের মাটিতেও পাড়ি দিল এই ছবি।

কর্ণাটকের ফলাফল বিজেপির জন্য জেগে ওঠার আহ্বান: প্রবীণ তোগাড়িয়া

ভোপাল, ১৩ মে (হি. স.) : আন্তর্জাতিক হিন্দু কাউন্সিলের সভাপতি ড. প্রবীণ তোগাড়িয়া কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন। শনিবার তিনি বলেন, "রাম মন্দির এবং বজরংবলিও কর্ণাটকে বিজেপিকে বাঁচাতে পারেনি, এটা উদ্বেগের বিষয়"। কর্ণাটকের ফলাফল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির জন্য একটি জেগে ওঠার আহ্বান। শনিবার ভোপালে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন ড. তোগাড়িয়া বলেন, মানুষের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি থেকে মুক্তি দরকার। নিরাপত্তা দরকার। কৃষকরা ফসলের দাম চায়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোটা থেকে এক কোটি সরকারি পদ খালি রয়েছে, যা তিন মাসের মধ্যে পূরণ করতে হবে। পেট্রোল-ডিজেল, গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমাতে হবে। কৃষকদের জন্য এমএসপি করুন, তাহলে আপনি ৭০ কোটি কৃষকের ভোট পাবেন। ২০২৪ সালে কী হবে তা দেশের জনগণই ঠিক করবে। এদিন তিনি, বহুল চর্চিত "দ্য কেরালা স্টোরি" নিয়েও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। এই সময়ে, তিনি "দ্য কেরালা স্টোরি"-এর মতো ছবি তৈরি করাকে লজ্জাজনক বলেছেন। তিনি বলেন, "বোন-মেয়ের ওপর নৃশংসতাকে সাধুবাদ জানানো হচ্ছে। হিন্দু মেয়েরা কি শিকার হচ্ছে? তিনি শিকার হচ্ছেন, সেজন্যই এমন ছবি তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের চলচ্চিত্র যেন না হয়, তাই লাভ জিহাদবিরোধী আইন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন করুন। আমরা বোন-মেয়েদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।"সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তোগাড়িয়া বলেন, "ভারতেই হিন্দুরা নিরাপদ নয়। মণিপুরের সহিংসতায় শতাধিক হিন্দু নিহত হয়েছে। আগে কাশ্মীরে হিন্দুদের জন্য শরণার্থী শিবির ছিল, এখন মণিপুরে। হিন্দুদের নিরাপত্তায় ব্যর্থ মণিপুর সরকার। সেখানে মৃতের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা, একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। সীমান্তে বিএসএফ মোতায়েন করতে হবে।"তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদ দেশের প্রতিটি কোণায় বিস্তৃত হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হিন্দুদের সমৃদ্ধ, নিরাপদ এবং সম্মানিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে প্রতি সপ্তাহে দেশের গ্রাম ও শহরে এক লাখ স্থানে হনুমান চালিসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমরা দুই কোটি হিন্দু পরিবারকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করব। এসব পরিবারকে নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, সম্মান, স্বাস্থ্য ও মূল্যবোধ প্রদানে সহযোগিতা করবে। কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না। তাদের শস্য সরবরাহ করবে। দরিদ্রদের সুস্থ থাকার জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাড়িতে বানিয়ে নিন হেয়ার সিরাম

ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ট্রেন্ড ধীরে ধীরে কমেছে। এখন না চাইতেও রোদের মধ্যে অফিস যেতে হচ্ছে। এতে ত্বকের একটু বাড়তি খেয়াল রাখতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একই যত্ন কি চুলেরও নিচ্ছেন? চুলের যত্ন নেওয়ার অর্থ শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারের ব্যবহার শুধু নয়। শ্যাম্পু করার পর চুলে কি সিরাম লাগান? চুলের সৌন্দর্যতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই হেয়ার সিরামের জুড়ি মেলা ভার। চুল ধোয়ার পর, একটু শুকনো হলে যদি সিরাম লাগান, তাহলে চুলে জট পড়ে না। পাশাপাশি চুল থাকে রেশমের মতো সিল্কি।

হেয়ার সিরাম চুলের উপর একটি একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা চুলের কিউটিকলকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। তার উপর হেয়ার সিরাম ব্যবহার করলে উড়ো চুলের সমস্যাও দূর হয়ে যায়। চুল অনেক বেশি মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে হেয়ার সিরাম ব্যবহার করতে নেই। চুলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ২-৩ ফেঁটা হেয়ার সিরাম নিলেই কাজ চলে যাবে। তার পাশাপাশি স্ক্যাল্পে ভুলেও সিরাম লাগাবেন না। শুধু চুলে লাগালেই কাজ হবে। বাজারে যে হেয়ার সিরাম মেলে, সেগুলোর দাম অনেক। আপনি চাইলে সহজ উপায়ে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন হেয়ার সিরাম।

ফ্রিজিনেস দূর করবে অ্যালোভেরার হেয়ার সিরাম-

অ্যালোভেরার পাতা থেকে নির্যাস বের করে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এই অ্যালোভেরা জেল নিন ৪-৫ টেবিল চামচ। এর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ গোলাপ জল, ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ১ চা চামচ ভিটামিন ই তেল মিশিয়ে নিন। উপাদানগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কাচের শিশিতে ভরে রাখুন। স্নান সেরে এই সিরামের দু'ফোঁটা চুলে লাগিয়ে নিন। এতে আপনার চুলের ফ্রিজিনেস দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি চুলে জট পড়বে না। তৈলাক্ত স্ক্যাল্পে যে হেয়ার সিরাম ব্যবহার করবেন-

অনেকের ধারণা স্ক্যাল্প তৈলাক্ত হলে এরপর আর সিরাম ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তৈলাক্ত স্ক্যাল্পের ব্যক্তিরাও চুলে সিরাম লাগাতে পারেন। আর তার জন্য বানিয়ে নিন বিশেষ হেয়ার সিরাম। ৬ টেবিল চামচ তাজা অ্যালোভেরা জেল নিন। এর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ অ্যার্গান অয়েল, ১ টেবিল চামচ বাদাম তেল, ৫-৬ ফেঁটা টি ট্রি অয়েল এবং ৫-৬ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কাচের শিশিতে ভরে রাখুন। এই সিরাম ব্যবহারের পরও আপনার চুল আর তৈলাক্ত দেখাবে না।

পুরো শরীরে ব্যথা কেন হয়?

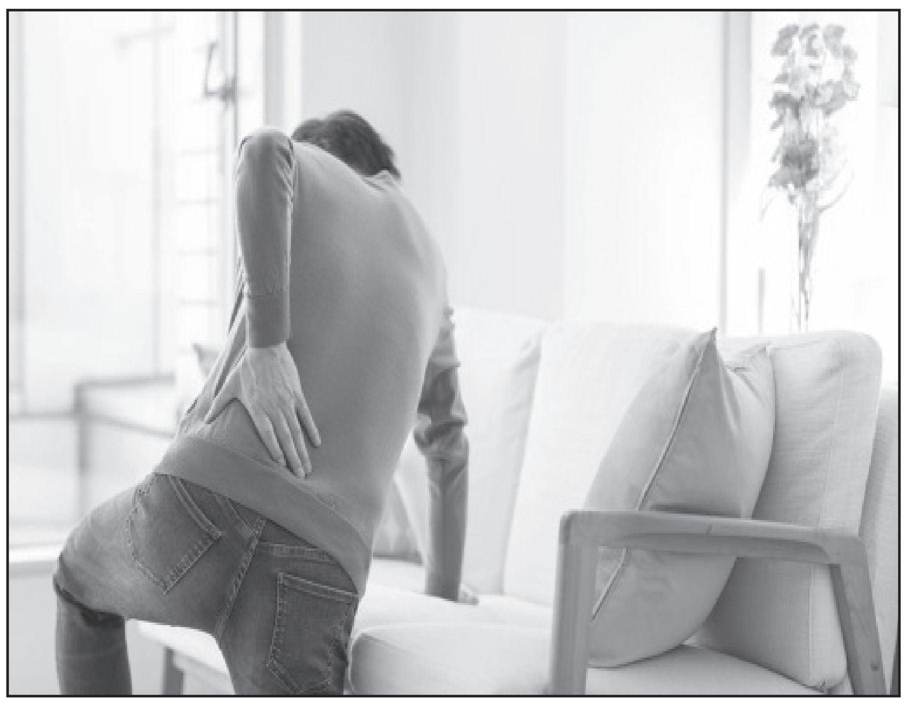

এই সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায় ভিটামিন ডি এর অভাব। ভিটামিন ডি এর অভাব কেন হয় সেটা আগে জেনে নিতে হবে।

পুরো শরীরে ব্যথা ১) স্থুলতার কারণে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হতে পারে কেননা স্থুলতা দেহের রক্ত প্রবাহকে ধীর করে দেয়। ২) সূর্যের সংস্পর্শে না আসার কারণে শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব ঘটে। ৩) সঠিক পরিমাণে ভিটামিন ডি জাতীয় খাবার না খেলে শরীরে এর ঘাটতি হয়। ৪) শরীরে যদি ভিটামিন ডি সঠিকভাবে শোষিত না হয়, তবে এটি অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

ভিটামিন ডি এর ঘাটতির লক্ষণগুলো কী কী? ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট,অবসাদ,মাথা ঘেমে যাওয়া,অতিরিক্ত ঘুম,হাড় ব্যথা পেশীর দুর্বলতা, অকারণেই ক্লান্ত হয়ে পড়া আর কী কী সমস্যা হতে পারে? ভিটামিন ডি এর প্রধান উত সূর্যের আলো। এর অভাবে পুরো শরীরে ব্যথা হতে পারে, সাথে আরও নানা ধরনের অসুবিধা হতে পারে। যেমন- ১) ঘন ঘন সর্দি-কাশি হওয়া। ভিটামিন ডি এর অভাবে শ্বাসতন্ত্রে ঘন ঘন সংক্রমণ হতে পারে। ২) সকালবেলা হাড়ের গিঁটে গিঁটে ব্যথা ও আড়ষ্টতা অনুভব হতে পারে। ৩) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এতে করে বিভিন্ন রোগে সংক্রমিত হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। ৪) ভিটামিন ডি শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। তাই এর অভাবে হাড়ে, পিঠে ও কোমরে ব্যথা হয়ে থাকে। ৫) অনেকে হাড় শক্ত করার জন্য ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খান। কিন্তু যথেষ্ট ভিটামিন ডি শরীরে না থাকলে এই ক্যালসিয়াম খুব একটা কাজে আসে না। ফলে হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। ৬) যেকোনো আঘাত বা অপারেশন হলে যদি রক্তে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি থাকে, তবে সহজে ক্ষত শুকাতে চায় না। ৭) হাড়ের ক্ষয় মূলত ভিটামিন ডি এর অভাবের জন্য হয়ে থাকে। মেনোপজের পর বেশিরভাগ নারীরই হাড় ক্ষয় হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। ৮) শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনো বয়সীদেরই ভিটামিন ডি এর অভাবে মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে। ভিটামিন ডি এর অভাবে বাচ্চাদের রিকেটস এবং প্রাপ্তবয়স্কদের অস্টিওম্যালাশিয়া হতে দেখা যায়। সারা শরীরে ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় আগে আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। কারণটা খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী লাইফস্টাইলে চেঞ্জ আনতে হবে। হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিসম লিভারের রোগসহ আরও কিছু অসুখে শরীরে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে। সারা শরীরে ব্যথা থাকলে হুটহাট করে পেইন কিলার খেয়ে নিবেন না! ভিটামিন ডি এর ঘাটতি থেকে যেহেতু এই সমস্যাটা হয়, তাই ভিটামিন ডি এর উত সম্পর্কে আগে আপনাকে জানতে হবে এবং খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলো অবশ্যই রাখতে হবে।

ভিটামিন ডি এর উত ১. সূর্যের আলো ভিটামিন ডি এর প্রধান উত। ভিটামিন ডি এর অভাব পূরণের জন্য সকাল ৮টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ১০-২০ মিনিট রোদ গায়ে লাগান। সকালের হালকা রোদে সামান্য ব্যায়ামও করতে পারেন।

২. বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ভিটামিন ডি, যেমনঃ স্যামন, টুনা ফিশ ইত্যাদি। এছাড়াও মাশরুম, ডিম, দুধ, কলিজা, গরুর মাংসে ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার (মাখন, পনির ইত্যাদি) ভিটামিন ডি এর ভালো সোর্স।

একটু জানিয়ে রাখছি, ফাইব্রোমায়ালজিয়া নামে একটি রোগ আছে যাতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হতে পারে। এছাড়া বাতের সমস্যা থেকেও সারা শরীরে ব্যথা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম করুন, সময়মতো ঘুমান, প্রয়োজনে চিকিতকের পরামর্শ নিন। সচেতনতা সুস্থতার প্রথম ধাপ। তাই সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন।

ফুলদানিতে রাখা ফুল দীর্ঘ দিন থাকবে তরতাজা

অনেকেই ফুল দিয়ে ঘর সাজাতে ভালবাসেন। ঘরের জানালার পাশে, টেবিলের উপর ফুলদানিতে করে তাজা ফুল রাখলে ঘরের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তেমনই সারা বাড়ি সুগন্ধে ভরে ওঠে। ফুলের সুন্দর গন্ধ ঘরের পরিবেশ বদলানোর পাশাপাশি ভাল রাখে মনও। কিন্তু সমস্যা হল, বাজার থেকে টাটকা ফুল কিনে আনার দিন দুয়েকের মধ্যেই শুকিয়ে যায়!

কী ভাবে দীর্ঘ দিন তাজা থাকবে ফুল? রইল কিছু সহজ টিপস। ১) ফুলদানি যেন পরিষ্কার থাকে। ফুলদানির ভিতরে সাবান থাকলে ফুলগুলি তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। তাই সে দিকে অবশ্যই নজর দিন। ২) কখনই ফুলের কাণ্ড বেশি ছোটো করে কাটবেন না। কাণ্ড কাটার সময় ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে কাটুন। তা হলে ফুল দীর্ঘ দিন তাজা থাকবে। ৩) ফুলের মধ্যে মাঝেমাঝে একটু জল স্প্রে করে নিন। এতে ফুলগুলো ফ্রেশ থাকবে। ৪) ফুলদানির জলের মধে অল্প নুন ফেলে দিন। এতে অনেক দিন ফুল তরতাজা থাকবে। ৫) ফুলের কাণ্ডের যে অংশটা ফুলদানির জলে ডোবানো থাকবে, তাতে যেন কোনও পাতা না থাকে। তা হলে ফুল তাড়াতাড়ি পচে যাবে। তাই সে দিকে অবশ্যই নজর দিন। দেখে নিন পুরো কাণ্ডটি যেন জলের তলায় ডুবে না থাকে। ৬) ফুল দীর্ঘদিন তাজা রাখতে, দুই চামচ আপেল সাইডার ভিনেগার, দুই চামচ চিনি এবং আধা চা চামচ ব্লিচ একসঙ্গে মিশিয়ে ফুলদানিতে ঢেলে দিন। তারপর ফুলদানিতে ফুলগুলি রাখুন। দেখবেন ফুল অনেক দিন পর্যন্ত তাজা থাকবে। ৭) ফুলদানি এমন জায়গায় রাখুন, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায়। আলো-বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় ফুলদানি রাখলে ফুল ভালো থাকবে। অন্তত এক সপ্তাহ ফুলগুলি তরতাজা থাকবে। ৮) দু'দিন অন্তর ফুলদানির জল পাল্টে ফেলুন। নইলে ফুল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে। ৯) ফুলের কুঁড়ি দেখে কিনুন। একেবারে ফোটা ফুল ফুলদানিতে রাখলে এমনিতেই তা বেশি দিন তাজা থাকবে না।

শেভ করার পর ত্বকে জ্বালা, চুলকানি হয়

দাড়ি কেটে পরিষ্কার চেহারায় অফিসে যাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। তবে, ঘন ঘন দাড়ি কাটা মানেই ত্বকের উপর চোট পড়ার আশঙ্কা। রোজ গালে ব্লেড ছোঁয়ানোর ফলে ত্বক খড়খড়ে হয়ে যায়। কোনও কোনও দিন দাড়ি কাটার পর থেকেই ত্বকে জ্বালাপোড়া, চুলকানি, লালচে ভাব তৈরি হয়। বিশেষ করে শীতকালে দাড়ি কামানোর পর ত্বকে জ্বালা ভাব বেশি দেখা দেয়। তবে শুধু দাড়ি কামানোর ক্ষেত্রেই এসব সমস্যা হয় না, হাতে, পায়ে, বগলে রেজার ব্যবহার করার পরেও ত্বকে ব্যাশ, জ্বালা, লালচে ভাবে দেখা দিতে পারে। রেজার চালানোর পর ত্বকের জ্বালা ভাব কাটানোর জন্য কিছু প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভরসা রাখতে পারেন। তাহলে জেনে নিন, শেভিং-এর পর ত্বকে জ্বালাপোড়া, চুলকানি, লালচে ভাব কমাতে কোন কোন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করবেন - অ্যালোভেরা- অ্যালোভেরার মধ্যে প্রদাহনাশকারী উপাদান রয়েছে। ফলে শেভিং করার পর মুখে, বগলে, হাতে অ্যালোভেরা জেল মাখতে পারলে জ্বালা, চুলকানির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বার করে সরাসরি ত্বকে ঘষুন কিছুক্ষণ। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। টি ব্যাগ-চায়ে ট্যানিন থাকে, যা চায়ের সুন্দর রঙ হওয়ার মূল কারণ। আর, এই চায়ের উপাদানই ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে দারুণ কাজ করে। শেভ করা ত্বকে ভেজানো টি ব্যাগ আলতো করে ঘষুন কিছুক্ষণ। তারপর পাঁচ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

টি ট্রি অয়েল-টি ট্রি অয়েলে অ্যান্টি -ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি ত্বকের ফোলাভাব এবং সংক্রমণ কমাতে পারে। রেজার ব্যবহারের পর ত্বকের জ্বালাপোড়া কমাতে, তুলোয় কয়েক ফেঁটা তেল ঢেলে শেভ করা ত্বকে আলতোভাবে ড্যাব করুন কিছুক্ষণ। তারপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। টি ট্রি অয়েলে সামান্য জল মিশিয়ে তারপরেই ব্যবহার করবেন। আপেল সাইডার ভিনেগার-আপেল সাইডার ভিনেগারে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য, যা ত্বকের ফোলাভাব এবং জ্বালাপোড়া কমাতে পারে। ভিনেগারে জল মিশিয়ে পাতলা করুন। তারপর এই মিশ্রণে তুলোর ভিজিয়ে ত্বকে ড্যাব করুন। ১০ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলুন। মধু-আধা চা চামচ মধুর সঙ্গে ১ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। দই ব্যবহার করতে না চাইলে, শুধু মধুও ব্যবহার করতে পারেন।

অ্যাসপিরিন- কয়েকটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে তাতে সামান্য জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। শেভ করার পর যেখানে লালচে ভাব, জ্বালাপোড়া হচ্ছে, সেই জায়গায় এই পেস্ট লাগিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

নারকেল তেল-শেভিং-এর কারণে ত্বকে জ্বালা হতে থাকলে ব্যবহার করতে পারেন নারকেল তেল। তুলোয় করে নারকেল তেল আক্রান্ত স্থানে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর জলে ধুয়ে ফেলুন। লেবুর রস-পাতিলেবুর রসে সামান্য জল মেশান। এই মিশ্রণে তুলো ডুবিয়ে আক্রান্ত জায়গায় লাগান। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন।

ডাস্ট অ্যালার্জি কেন হয়?

বর্তমানে অ্যালার্জির সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের নিত্যদিনের ভোগান্তির একটি অন্যতম কারণ। ধুলাবালিতে অ্যালার্জি, খাবারে অ্যালার্জি এমনকি কোনো কোনো ঔষধেও অ্যালার্জি হয়, যার কারণে জীবন সংশয়ও দেখা দিতে পারে। আছে আরও কত রকমের অ্যালার্জি! বর্তমানে ঘর থেকে বের হলেই ধুলায় ধূসরিত রাস্তায় চলতে হয়।

ধুলা খেতে খেতেই ঘর থেকে বের হয় আবার ঘরে ঢোকে মানুষ! তাই অন্য সব অ্যালার্জির তুলনায় ধুলাবালির অ্যালার্জিতেই বেশি ভুগতে হচ্ছে। আজকে আমরা জানবো ডাস্ট অ্যালার্জি নিয়ে।

লক্ষণসমূহ কী কী? অনবরত হাঁচি হতে থাকে,নাক থেকে জল ঝরতে থাকে,চোখ চুলকায়, লাল হয়ে যায়

চোখ থেকে ক্রমাগত জল ঝরতে থাকে,নাক বন্ধ হয়ে থাকে,নাক, মুখ, গলা চুলকাতে পারে,মুখের ভেতর তালু এবং গলার ভেতরেও চুলকাতে পারে,খুশখুশে কাশি হয় চোখের নিচে ফুলে যেতে পারে শিশুদের ক্ষেত্রে বারবার নাক উপরের দিকে ঘষার প্রবণতা দেখা যায়, বেবি, যদি অ্যালার্জির সাথে সাথে কারো অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগও থেকে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর সাথে আরও কিছু প্রবলেম দেখা দিতে পারে। যেমন- শ্বাসকষ্ট হতে পারে

বুকে চাপ ধরা ভাব বা ব্যথা থাকতে পারে শ্বাস ফেলার সময় বুক থেকে বাঁশির মত বা কখনও কখনও ঘড়ঘড় শব্দ হতে থাকে খুব ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয় কাশি থাকলে রাতে ঘুমাতেও কষ্ট হয়ে যায় ডাস্ট অ্যালার্জি যে সমস্ত কারণে হয়ে থাকে ১) পরিবারের কারও আগে থেকে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে বাকি সদস্যদেরও হতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে এটি ছোঁয়াচে নয়। ২) অল্প বয়স্ক শিশু, হাঁপানি রোগী এবং গর্ভবতী মহিলাদের এ ধরনের অ্যালার্জি হতে পারে।

৩) ডাস্ট মাইটস বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলার কণা বা পোকা বাতাসে ভেসে চলাচলের সময় নাকে ঢুকে জ্বালা সৃষ্টি করে। যার ফলে চুলকানি, হাঁচি, কাশি হতে পারে। ৪) ঘাস বা ফুলের রেণু নাকে প্রবেশ করলে তা থেকেও অ্যালার্জিক রিয়েকশন হয়। ৫) আর্দ পরিবেশে ডাস্ট মাইটস বেশি থাকে। তাই বাসা বাড়ির পরিবেশ ভ্যাপসা হয়ে থাকলে অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে।

ডাস্ট অ্যালার্জি- ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে প্রতিকারের উপায় ঘর থেকে বের হলে সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে বাসাবাড়ির ফার্নিচারের ধুলা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর এবং ঘুমানোর আগে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নিতে হবে

ঘর ঝাড় দেবার সময় নাক মুখ যতটা সম্ভব ভালোভাবে ঢেকে নিতে হবে প্রতিদিনের ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, চাদর, বালিশ ইত্যাদি মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা কড়া রোদে দিন সপ্তাহে অন্তত একবার বিছানার চাদর, বালিশের কভার পরিবর্তন করতে পারলে ভালো শোবার ঘরে বইয়ের তাক, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ না রাখা কেননা এগুলোর ওপর সহজেই ধুলা জমতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জি থাকলে বাসায় কার্পেট না রাখাই ভালো বাসায় লোমশ বা পালকযুক্ত প্রাণী না পোষা উত্তম, এসব প্রাণীর শরীরে অ্যালার্জি উদ্রেক করে এমন উপাদান থাকে

ঘরে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এর চিকিৎসা সম্পর্কে জেনে নিন ১) অ্যালার্জির জন্য দায়ী ফ্যাক্টর কোনটি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন। যেমন স্কিন অ্যালার্জি টেস্ট, ব্লাড টেস্ট ইত্যাদি।

২) চুলকানি, অনবরত হাঁচি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা চোখ থেকে থেকে জল ঝড়তে থাকলে অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ঔষধ খেলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। রিল্যাক্সড থাকুন, চোখ বন্ধ করে একটু রেস্ট নিন।

রিল্যাক্স ৩) স্টেরয়েড জাতীয় নাকের স্প্রে ব্যবহার করে নাকের ভেতরের ফোলাভাব কমানো যায়। ৪) নাক বন্ধ হয়ে থাকলে স্যালাইন সল্যুশন দিয়ে নাক পরিষ্কার করা যায়। ৫) যেকোনো অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিলে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অ্যালার্জি জাতীয় খাবার যেমন বিফ, ইলিশ মাছ, চিংড়ি, পুইশাক, বেগুন ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। এতে অ্যালার্জির সমস্যা আরও বেড়ে যায়। ৬) হঠাতত্বকের কোথাও লাল হয়ে গেলে, চুলকানি হলে ঠান্ডা জল র সেঁক দিলে বা ঠান্ডা জল দিয়ে গোসল করলে আরাম পাওয়া যায়। অ্যালার্জির সমস্যা যে কতটা কষ্টদায়ক এবং বিরক্তিকর, এটা শুধুমাত্র ভুক্তভোগীরাই ভালো বলতে পারবেন। অ্যালার্জির চিকিতা করেও এ সমস্যা থেকে একেবারে পরিত্রাণের উপায় নেই। তবে নিয়ম মেনে চললে এবং চিকিতকের পরামর্শমতো ঔষধ সেবন করলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্ভব। তাই ডাস্ট অ্যালার্জি এর সমস্যা থেকে বাঁচতে বাইরে মাস্ক ব্যবহার করুন, হাইজিন মেনটেইন করুন ও সুস্থ থাকুন।

রিউমাটয়েড আর্থাইটিস কী?

রিউমাটয়েড আর্থাইটিস সাধারণ মানুষের কাছে বাত রোগ হিসেবে পরিচিত। এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ, যার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। এই রোগের ফলে রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলো ভুলক্রমে শরীরের টিস্যুগুলোকে আক্রমণ করে থাকে। হাড়ের সংযোগস্থলের আস্তরণের ক্ষতি করে এবং ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে হাড়ের চারপাশের মাংসপেশি ফুলে যায়।

যার ফলে হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে এবং হাড়ের গঠনে বিকৃতি দেখা দেয়। হাড়ের সংযোগস্থল ছাড়াও এ রোগ দেহের অন্যান্য অঙ্গ, যেমন- ত্বক, চোখ, ফুসফুস ও রক্তনালীরও ক্ষতি করে থাকে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে এটি ৪০ বছর বয়সের পর বেশি হয়। মহিলারা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হন। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, উপসর্গ ১) প্রথমে হাত ও পায়ের ছোট ছোট জয়েন্টগুলোতে (যেমন - আঙ্গুল) ব্যথা করে, পরবর্তীতে শরীরের প্রত্যেকটি জয়েন্টে ব্যথা শুরু হয়। ২) জয়েন্টগুলো ফুলে যায়। ৩) সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্যথা বেশি হয়, দিনের বেলা হাঁটাচলা ও কাজকর্মে ব্যথা কমে আসে। ৪) ব্যথার পাশাপাশি শরীরে জ্বর জ্বর অনুভূত হয়। ৫) ব্যথাক্রান্ত জয়েন্টের মাংসপেশিগুলো ক্ষয় হতে থাকে এবং চিকন হয়ে আসে। ৬) রিউম্যাটিক নডিউল (টিস্যুর ফোলাভাব) দেখা যায়। ৭) ওজন কমে যায়। কাদের ক্ষেত্রে এ রোগের ঝুঁকি বেশি? যে কেউই রিউমাটয়েড আর্থাইটিস রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে রোগটি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। যেমন- ১) যদি কোনো নিকটাত্মীয়ের রোগটি হয়ে থাকে, তবে আপনারও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ২) যে সব নারীদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে এই রোগ আছে, সেই সব নারীদের রিউমাটয়েড আর্থাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা দুই থেকে তিনগুণ বেশি। ৩) ধূমপান ব্যক্তির রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের ঝুঁকি বাড়ায় এবং রোগটিকে আরও গুরুতর করে তোলে। ৪) স্থুলতা থাকলে টুঙ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্থূলতা থাকলে রিউমাটয়েড আর্থাইটিস এর ঝুঁকি বাড়ে রোগ নির্ণয়, রোগটি নির্ণয়ের জন্য একক কোনো পরীক্ষা নেই। ক্লিনিক্যাল অবজার্ভেশনের পাশাপাশি রোগ নির্ণয়ে কিছু প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় আক্রান্ত জয়েন্টগুলোর এক্স-রে বা আল্ট্রাসাউন্ড করারও প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসা রিউমাটয়েড আর্থাইটিস যেহেতু সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ নয়, তাই এর জন্য চিকিতকের নির্দেশিত কিছু ওষুধ রোগীকে নিয়মিত খেতে হবে। পাশাপাশি এই রোগের জটিলতা, যেমন- জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া ও বাঁকা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত ফিজিওথেরাপি চিকিতা নিতে হবে এবং ফিজিওথেরাপিস্টের শেখানো ব্যায়াম করতে হবে। ঘরোয়াভাবে ভালো থাকার উপায় ১) জয়েন্টে ব্যথা হলে এমন পোশাক পরুন যেগুলো পরলে শরীর উষ্ণ থাকবে। এতে ব্যথা অনেকটাই কমে আসবে। ২) পর্যাপ্ত জল পান করুন। বডি ডিহাইড্রেটেড হলে ব্যথার সেনসিটিভিটি বেড়ে যায়। ৩) নিয়মিত এক্সারসাইজ করুন। সাধারণত ব্যথার কারণে আমাদের বডি মুভমেন্ট কমে যায়। এতে দেহের আড়ষ্টতা বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, যত আপনি আপনার মুভমেন্ট বাড়াবেন, তত আপনার মাংসপেশির দুর্বলতা, জয়েন্ট স্টিভনেস কমবে। ৪) বিশ্রাম কিংবা ঘুমানোর সময় গরম সেঁক দিন। এক্ষেত্রে হট ওয়াটার ব্যাগে গরম জল নিয়ে সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এতে দেহের জয়েন্টের ব্যথা অনেকটা কমে যাবে। হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দেয়া ৫) গোসলের সময় গরম জল ব্যবহার করুন। এতে শরীরের সব জয়েন্টের আড়ষ্টভাব দূর হয়ে মুভমেন্ট করার ক্যাপাবিলিটি বাড়বে। ৬) প্রতিদিন রোদে কিছুটা সময় কাটাবেন। এতে দেহের ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণ হবে। শরীরের ব্যথা বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি। এছাড়াও হাড়ের ক্ষয় পূরণ, অস্টিওপোরোসিস (এ রোগে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং ভাঙার ঝুঁকি বেড়ে যায়) রোগে না ভুগতে চাইলে নিয়মিত সূর্যের আলো শরীরে লাগাতে হবে। এই রোগ সম্পূর্ণ সারে না, তবে চিকিতার মাধ্যমে ভালো থাকা যায়। তবে ঠিক সময়ে রোগের চিকিতা না হলে ফল হয় মারাত্মক। তাই কোনো জয়েন্টে হঠাতকরে ব্যথা শুরু হলে চিকিতকের পরামর্শ নিন। সুস্থ থাকুন। মনে রাখবেন, এই রোগ যতটা কন্ট্রোলে রাখবেন, ততই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন।

মেঘালয় উপনির্বাচনে জয়ী এমডিএ-শরিক ইউডিপি প্রার্থী সিনশার কুপার রয়

শিলং, ১৩ মে (হি.স.) : মেঘালয় উপনির্বাচনে সোহিয়ং আসনে জয়ী হয়েছেন এমডিএ জোট শরিক আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি (ইউডিপি)-র প্রার্থী সিনশার কুপার রয় লিংডোহ থাবাহ। তিনি তাঁর নিকটতম এনপিপি-প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত তথ্য অনুয়ায়ী, মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলার সোহিয়ং বিধানসভা কেন্দ্রের ইউডিপি-প্রার্থী সিনশার কুপার রায় লিংডোহ থাবাহ ৩,৪২২ ভোটের ব্যবধানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র সামলিন মালঙ্গিয়াংকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। ছয় কোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাবাহ পেয়েছেন ১৬,৬৭৯টি ভোট এবং মালঙ্গিয়াঙের ঝুলিতে পড়েছে ১৩,২৫৭টি ভোট।
এছাড়া কংগ্রেস প্রার্থী এস. ওসবোর্ন খারজানা এবং বিজেপির শেরাফ এরিক খারবুকি যথাক্রমে পেয়েছেন ১,৭৬২ এবং ৪০টি ভোট। অন্যদিকে নোটায় ভোট পড়েছে ২৭২টি। শতাংশের হারে ইউডিপি ৫১.৮৬, এনপিপি ৪১.২২, এইচএসপিডিপি ০.১৯, কংগ্রেস ৫.৪৮, তৃণমূল কংগ্রেস ০.২৮, বিজেপি ০.১২ এবং নোটায় ০.৮৫।
৬০ সদস্যের মেঘালয় বিধানসভার জন্য গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভোট উৎসবের মধ্যে গত ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী তথা সোহিয়ং বিধানসভা কেন্দ্রের ইউডিপি প্রার্থী এইচডিআর লিংডোহ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই ভোট-প্রার্থী এইচডিআর লিংডোহ-এর মৃত্যুতে সোহিয়ং আসনের ভোট স্থগিত রেখেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। পরবর্তীতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সোহিয়ং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ১০ মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
১০ মে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ৩৪,৭৮৩ ভোটারের প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ৬০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট হয়েছিল ৫৯ আসনে।
ইউডিপি পেয়েছিল ১১টি আসন। ফলাফল ঘোষণার পর উপজাতি-ভিত্তিক আঞ্চলিক দলটি কনরাড কে সাংমার এনপিপি নেতৃত্বাধীন এনডিএভুক্ত মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এমডিএ)-এর সঙ্গে জোট শামিল হয়েছে। কিন্তু উপনির্বাচনে ইউডিপি এবং এনপিপি একক শক্তিতে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

নাম না করে চিনকে বিঁধলেন জয়শংকর

ঢাকা, ১৩ মে (হি. স.) : "যখন কোনও দেশ আইনি বাধ্যবাধকতাকে অসম্মান করে অথবা দীর্ঘকালীন চুক্তি লঙ্ঘন করে তখন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তুমুলভাবে ধাক্কা খায়।" নাম না করেই চিনকে বিঁধলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।
ষষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় আলোচনাসভায় অংশ নিতে বাংলাদেশে গিয়েছেন জয়শংকর। ঢাকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় চিনের বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণাত্মক ছিলেন জয়শংকর। তিনি বলেন, "সমুদ্র-বাণিজ্যের স্বার্থেই ভারত মহাসাগর সংলগ্ন দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হলেও এটা নিশ্চিত করা দরকার যেন কোনও একটি দেশের আধিপত্যের জন্য সেই স্বার্থ লঙ্ঘিত না হয়। আর এটা রুখতে যে উপসাগরীয় অঞ্চলে নজরদারি আরও কড়া হওয়া দরকার।" কোনও দেশের নাম না করলেও জয়শংকর যে বেজিংকেই তোপ দাগলেন তা পরিষ্কার।
উল্লেখ্য, পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ২০২০ সালে চিনা আগ্রাসনের কবলে পড়ে ভারত। এরপর বহুবার কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসেছে ভারত-চিন। কিন্তু চিনের আগ্রাসী মনোভাবে সেই শান্তিপ্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হয়েছে। বরং অব্যাহত থেকেছে ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা। লালফৌজের এই মানসিকতার বিরুদ্ধেই বারবার সরব হয়েছে ভারত। বাংলাদেশেও বিদেশমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, বেজিংয়ের মনোভাবের বদল চায় নয়াদিল্লি।-

আঞ্চলিক শান্তির জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন আইওসিতে অংশগ্রহণকারীরা : শাহরিয়ার আলম

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৩।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ভারত মহাসাগর সম্মেলন (আইওসি)-তে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর অব্যাহত প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন,আমরা (বাংলাদেশ) আলোচনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে চাই।
রাজধানীতে ষষ্ঠ ভারত মহাসাগর সম্মেলনের ফাঁকে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জাপানের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহকারী মন্ত্রীর সঙ্গে তিনটি পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা। আলম বলেন, বাংলাদেশ এই অঞ্চলের সহযোগিতা চায় বলে ঢাকা সম্মেলনে অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে ভালো অনুশীলন ভাগাভাগির ওপর জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ঢাকা তার অংশীদারদের সহায়তা চায়। এক প্রশ্নের জবাবে আলম বলেন, ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফরের সময় জাপানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলোর বিষয় খতিয়ে দেখছে, যাতে ফলোআপের মাধ্যমে দ্রুত এসব লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

হাইলাকান্দিতে বিএসএফ-পুলিশের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত এক কোটি টাকার মাদক-ট্যাবলেট ইয়াবা, ধৃত এক

হাইলাকান্দি (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে হাইলাকান্দির কাটলিছড়া থানাধীন রংপুর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকার মাদক-ট্যাবলেট ইয়াবা।
গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় ১১ নাগাদ রংপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ২০ বাজারটি ইয়াবা।
গোপন সূত্রের ওই রাতে ড্রাগসের লেনদেন হবে, এ ধরনের খবর এক আসলে অভিযানে নামে মিজোরাম কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের শিলচর সেক্টরের অধীনস্থ বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দারা।
এর পর কাটলিছড়া বাইপাস সংলগ্ন রংপুর পার্ট থ্রি এলাকা থেকে জনৈক সামসুল হক তালুকদারের ছেলে আলতা হুসেন তালুকদারকে (৩১)-কে আটক করে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণের নেশা জাতীয় ট্যাবলেট। উদ্ধারকৃত মাদক-ট্যাবলেটের বাজারমূল্য এক কোটি টাকা হবে বলে জানা গেছে। হাইলাকান্দি পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্তকৃত মাদক সামগ্রীগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা হবে।
মাদক পাচারের অভিযোগে আলতা হুসেন তালুকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তার মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে যাচাই করছেন তাঁরা। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানান পুলিশের পদস্থ আধিকারিক।

১৩ ঘণ্টা ধরে সমীর ওয়াংখেড়ে-র বাড়িতে সিবিআই অভিযান, গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার

মুম্বই, ১৩ মে (হি.স.) : প্রায় ১৩ ঘন্টা ধরে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) এর প্রাক্তন জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে মুম্বাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালাল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)।
কেন্দ্রীয় সংস্থার ১২জন সিবিআই অফিসারের দল শুক্রবার সন্ধ্যায় সমীর ওয়াংখেড়ের গোরেগাঁওয়ের বাড়িতে পৌঁছায় এবং শনিবার সকাল সাড়ে ৫ টায় অভিযান শেষ করেছে।
সিবিআই তার বাড়ি থেকে একটি প্রিন্টার সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করেছে। যদিও সিবিআই এই কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত এখনও মিডিয়ার সাথে শেয়ার করেনি।
আসলে, শুক্রবার সমীর ওয়াংখেড়ে সহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছিল সিবিআই। এর পরে, সিবিআই দল দেশের ২৯টি জায়গাতে অভিযান শুরু করে। এর অধীনে সিবিআই সমীর ওয়াংখেড়ের বাড়িতে অভিযান শুরু করে, যা আজ সকালে শেষ হয়।
প্রসঙ্গত, সমীর ওয়াংখেড়ের নেতৃত্বে ২ অক্টোবর, ২০২১-এ এনসিবি দল মুম্বই থেকে গোয়াগামী কার্ডিলিয়া ক্রুজে অভিযান চালায়। এ সময় অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে মাদক রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে সমীর ওয়াংখেড়ের দলের হাতে ধরা পড়া বেশ কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরিয়ান খানের মুক্তির জন্য তোলা দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, সেই সময় আরিয়ানের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত না করার জন্য ২৫ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছিল। যদিও পরে প্রমাণের অভাবে আরিয়ানকে জামিন দেওয়া হয়।

ঝাড়সুগুড়া উপ-নির্বাচনে জয়ী বিজেডি প্রার্থী দীপালি দাস, জিতলেন প্রায় ৪৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে

ভুবনেশ্বর, ১৩ মে (হি.স.): ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর প্রার্থী দীপালি দাস। তিনি জিতেছেন প্রায় ৪৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে, মোট ১ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। দিপালী দাস হলেন ওড়িশার প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর দাসের মেয়ে। গত ১০ মে ঝাড়সুগুড়া বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়। শনিবার গণনা হয়েছে। বিজু জনতা দল (বিজেডি) প্রার্থী দিপালী দাস ঝাড়সুগুড়া উপ-নির্বাচনে ৪৮,৬১৯টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। বিজেডির প্রাপ্ত ভোট ১০৭০০৩, বিজেপি ৫৮,৩৮৪ ভোট এবং কংগ্রেস সমস্ত রাউন্ড গণনা শেষ হওয়ার পরে ৪,৪৭৩টি ভোট পেতে সক্ষম হয়েছে।

হাটশিঙ্গিমারীর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিলোখীয়া থেকে বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেপ্তার

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচার (অসম) ১৩ মে (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচার জেলার সুখচর থানাদিন ব্রহ্মপুত্রের উন্মুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিলোখীয়া গ্রাম থেকে বিএসএফের অভিযানে এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশী নাগরিক নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্ধর থানাদিন জিদরা গ্রামের শ্বাহিন খান বলে পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। শ্বাহিন খান বাংলাদেশ জিদরা গ্রামের জয়নাল উদ্দিনের পুত্র। সে ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বক্সির হাট গেট দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সামগ্রী যোগান দেওয়া ট্রাকে উঠে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশকালে শ্বাহিন ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ক্লিনারের কার্ড বানিয়ে অতি কৌশলে ভারতে প্রবেশ করে। পেশায় দর্জি শ্বাহিনে বক্সির হাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং হাওড়া হয়ে বাংগালুরুতে গিয়ে সেখানে প্রায় বছর খানেক কাজ করে। সেখান থেকে তামিলনাড়ু এবং কেরেলাতে কাজে যোগ দেয়।
গত কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ শালমারা-মানকাচার জেলার সাইফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নয় হাজার টাকার বিনিময়ে দুইজনের মধ্যে চুক্তি হয়। সেইমতে শ্বাহিন কেরেলা থেকে হাওড়া এবং শিলিগুড়ি হয়ে গুয়াহাটিতে উপস্থিত হয়। তারপর সেখান থেকে বাসে করে ফুলবাড়ীতে উপস্থিত হলে দিনের বেলা সুখচর বাজারে আসা যন্ত্র চালিত নৌকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিলোখীয়াতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে বিএসএফ-এর নিয়মিত তল্লাশিতে সন্দেহ জাগলে তাকে আটক করা হয়। তার কাছে ভারতীয় আধার কার্ড দেখে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, এরপর বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে বাংলাদেশী নাগরিক বলে নিজেই স্বীকার করে। তার কাছে থেকে উদ্ধার হয় দক্ষিণ বাংগালুরু ফারুক নগর ঠিকনার আধার কার্ড, পান কার্ড, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম প্রমাণ পত্র, কটক ব্যাংকের পাসবুক এবং এটিএম কার্ড, ই-শ্রম কার্ড সহ বিভিন্ন ভারতীয় নথি পত্র। বাজেয়াপ্ত করা হয় মোবাইল হ্যান্ডসেট সহ নগদ অর্থ। বাংলাদেশী শ্বাহিন খানককে বিএসএফ গতকালই সন্ধ্যায় সুখচর থানায় সমঝে দিলে পুলিশের পক্ষ থেকে আজ শনিবার দক্ষিণ শালমারা মানকাচারের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর আদালতের নির্দেশে পাঠানো হয় জেলহাজতে।

চাকরি বাতিল নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৩ মে (হি. স.) : চাকরি বাতিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে আন্দোলনে নামলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। শনিবার সকাল থেকেই প্রতিবাদ জানান তাঁরা। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের পরীক্ষায় শিলিগুড়ি থেকে ৩৫০ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি হয়। তাঁদের দাবি, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় অ্যাপটিটিউট টেস্ট নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট কয়েকজনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এত বড় সিদ্ধান্ত নিল। এর বিরোধিতায় আন্দোলন চলবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।
প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৪২ হাজার ৫০০ শিক্ষক। এই নিয়োগে ইন্টারভিউতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এমনকি নিয়োগ পরীক্ষায় অ্যাপটিটিউড টেস্টও নেওয়া হয়নি বলে ইন্টারভিউয়াররাই বিচারপতির কাছে সাক্ষ্য দিয়ে জানিয়েছেন। ৩৬ হাজার জনের চাকরি বাতিল হলেও বাকি ৬ হাজার ৫০০ জনের চাকরি বহাল থাকছে। রাজ্যকে তিনমাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে তা শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। আর যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন বলে জানান বিচারপতি। বিচারপতি রায়ে জানান, আগামী ৪ মাস চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারবেন। তবে পার্শশিক্ষকের বেতনের হারে বেতন পাবেন। এই যুগান্তকারী রায়ের বিরুদ্ধে এদিন বিক্ষোভ দেখায় প্রাথমিক শিক্ষকরা।

কর্ণাটকের ফলাফলে অসমের ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস উচ্ছ্বসিত

হাফলং (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে সমগ্র দেশে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের জোয়ার বইছে। অসমের রাজধানী সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ডিমা হাসাও জেলায়ও কংগ্রেস উৎফুল্লিত।
আজ শনিবার সকাল থেকে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা পর্ব যখন চলছে, তখন থেকে হাফলঙে রাজীব ভবনে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করে। কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কর্ণাটকে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। দক্ষিণের ওই রাজ্যে জনতা বিজেপিকে উৎখাত করার ঘটনা দেশের রাজনীতিতে এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি-র জন্য এ এক অশনি সংকেত, মন্তব্য ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারের।
ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, কংগ্রেসের এই জয় গণতন্ত্রের জয়, এই জয় সত্যের জয়। আগামীতে অসমেও এই ঝড় আসবে। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের এই ফলাফল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তরে অক্সিজেনের কাজ করবে। কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফল আগামী দিনে বিজেপি নিঃশেষ হওয়ার এক বিরাট ইঙ্গিত বহন করছে, মন্তব্য করে তিনি বিজেপির জুমলা রাজনীতি, ধর্ম ও জাতপাতের রাজনীতিকে এবার জনতা বিদায় জানাবেন, বলেন সমরজিৎ।
তিনি বলেন, ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই তিন রাজ্যেও কংগ্রেস সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে বলে দাবি করে সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আবার ফিরে আসবে।

মানুষ চেয়েছে বলেই বদল, কর্ণাটকের জয়ে উচ্ছ্বসিত মমতা, নাম নিলেন না কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : বাংলার পথে হেঁটেই বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করল কর্ণাটক। শনিবার দক্ষিণী রাজ্যে বিজেপির হারে উচ্ছ্বসিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বেলা ৩টে ১৯ মিনিটে তাঁর টুইট, "পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে কর্ণাটকের মানুষ। তাদের ধন্যবাদ। মানুষ চাইলে কর্তৃত্ববাদী সরকার, তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যকেও দমন করতে পারে।" তবে মমতার শুভেচ্ছাবার্তায় নাম ছিল না কংগ্রেসের। তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
মমতা টুইটারে লিখেছেন, "পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য কর্ণাটকের মানুষকে কুর্নিশ। পাশবিক, একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাসী রাজনীতির পরাজয় ঘটেছে। যখন মানুষ বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির জয় চায়, কেউ তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে দমিয়ে রাখতে পারে না।" পরিশেষে তাঁর সংযোজন, "এটাই শেষ কথা। ভবিষ্যতের শিক্ষা।" তবে নাম না করে বিজেপিকে বিঁধলেও শুভেচ্ছাবার্তার কোথাও কংগ্রেসের নাম লিখলেন না তৃণমূল সভানেত্রী। যা দেখে রাজনৈতিক মহলের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন। তবে কি বিজেপির মতো কংগ্রেসের সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রাখছে তৃণমূল ? তাই দক্ষিণ ভারতকে বিজেপিমুক্ত করলেও কংগ্রেসকে কৃতিত্ব দিতে নারাজ তিনি ?

সুপ্ত প্রতিভার অন্বেষণে বাফটা আর নেটফ্লিক্স

আগরতলা, ১৩ মে: ভারতের উদীয়মান অথবা সুপ্ত প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যার মাধ্যমে উদীপ্ত করার কাজ করে আসছে ব্রিটিশ একাডেমি অফ ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন আর্টস, যা 'বাফটা' নামে পরিচিত। ভারতেও ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিভা অন্বেষণের কাজ করে চলেছে বাফটা। যে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করছে নেটফ্লিক্স। সম্মিলিত এই 'বাফটা ব্রেকথ্রু ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম' এখন দেশজুড়েই বিশেষ মর্যাদার আসনে স্থাপিত হয়েছে।

ব্রিটেন ও ভারত ছাড়া আমেরিকাতেও প্রতিভা অন্বেষণের এই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বাফটা। খুশির খবর হচ্ছে, এই ট্যালেন্ট খোঁজার কর্মসূচি ২০২৩ সালের জন্য শুরু হয়ে গেছে ১২ মে থেকে। আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত গৃহীত হবে আবেদনপত্র। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন শিল্প, গেমস সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত যে কেউ এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারে। বাছাই হওয়া প্রতিভাদের সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা করে দেয়াই হচ্ছে বাফটা'র মূল কাজ। এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে বাফটা'র হাত ধরেই। নির্বাচিতদের দক্ষতার মানোন্নয়নের পাশাপাশি আরও নানা সুযোগ দিয়ে থাকে বাফটা।

বাফটা'র কার্যনির্বাহী অধিকর্তা টিম হান্টার এনিয়ে জানিয়েছেন, ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই সহযোগিতার পাশাপাশি ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দিকটিকেও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এ কাজে নেটফ্লিক্সের মত সংস্থা এগিয়ে আসায় দারুণ সহযোগিতা হয়েছে। নেটফ্লিক্স'র সহ-সভাপতি মনিকা শেরগিল বলেছেন, ভারতের প্রতিভাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেয়ার স্বপ্ন নিয়েই এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে নেটফ্লিক্স। এই সুযোগ নিতে আগ্রহীদের বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের বেশি হতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কিছু যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে। আগ্রহীদের সেজন্য দেখতে হবে এই ওয়েবসাইট: www.bafta.org/supproting-talent/breakthrough

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির মানুষদের ফোনে এই ঘটনা জানায়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ভাগ্যপুর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে জোনাকিকে উদ্ধার করে কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার এক ঘন্টা পর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জোনাকিকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়। জেলা হাসপাতালে মৃত জোনাকি মালাকারের বোন স্পষ্ট ভাবেই জানায় যে, বাপ্পু মালাকারের বাড়ির লোকজনের শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েই আত্মহত্যা করেছে। জোনাকির মৃত্যুর জন্য বাপ্পু মালাকারের বাড়ির লোকজন দায়ী বলে জানান।এই ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহরের মহিলা থানার পুলিশ তদন্তের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে যায় এবং জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে বিকেল পাঁচটায় ভাগ্যপুর গ্রামে মৃতদেহ নিয়ে যায় মৃতার পরিবার।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

দোকান খুলেছে। এটা সকলের জয়। কর্নাটকের মানুষের জয়। কর্নাটকবাসীকে পাঁচ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই তা পূরণ হবে।'

উল্লেখ্য, ''ভারত জোড়ো যাত্রা''র সময়ই রাহুলের মুখে প্রথম শোনা গিয়েছিল, 'নফরত কে বাজার মেঁ, মহব্বত কা দুকান খোলনে আয়া হুঁ।' তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এ দিন এমন মন্তব্য করলেন রাহুল। রাহুলের ''ভারত জোড়ো যাত্রা''ও কর্নাটকে কংগ্রেসের এমন প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কংগ্রেসও একবাক্যে মেনে নিয়েছে সে কথা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

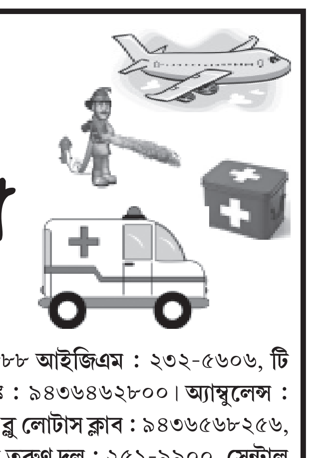

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরোধী শিবিরে উল্লাস

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেকর্ড সংখ্যক জনসভা, রোড শো করেও দক্ষিণের এই রাজ্যের দলের ভরাডুবি রুখতে পারলেন না। কর্ণাটকে বিজেপির ১১ জন মন্ত্রীর হার হল। তবে গেরুয়া শিবিরে সবচেয়ে হতাশার বিজেপির সর্বভারতীয় সচিব সিটি রবির হার। বিজেপি জিতলে কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন রবি। চিকামাগালুর কেন্দ্র থেকে সি.টি রবি হারলেন কংগ্রেসের এইচডি থাম্মাইয়ার কাছে প্রায় ৮০০ ভোটের ব্যবধানে।

কর্ণাটকে বিজেপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী থেকে পরিবহণ মন্ত্রী, পরিকাঠানো উন্নয়ন মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রীরা হারলেন। পরাস্ত হলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী, বস্ত্রমন্ত্রী, আইন মন্ত্রীরা। কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর হারলেন বিজেপি গড়ে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী কেসি নারায়ণাগৌড়া হারলেন। অন্যদিকে, জয়ের মধ্যেও কর্ণাটকের অনেক হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতাও হেরেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, কংগ্রেস দলের অনুপ আয়েঙ্গার। বিজেপি নেতা সিএন অশ্বথনারায়ণ কংগ্রেস দলের অনুপ আয়েঙ্গারকে ৪১,৩০২ ভোটে পরাজিত করেছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কর্ণাটকের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অমিত শাহ টুইটে লিখেছেন, "আমি কর্ণাটকের জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে এত বছর ধরে বিজেপিকে তাদের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কর্ণাটকের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।'

এটি লক্ষণীয় যে ২২৪ সদস্যের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩৬টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গড়তে চলেছে। খবর লেখা পর্যন্ত কংগ্রেস ২৩৪টি আসনে জিতেছে এবং ২টি আসনে এগিয়ে ছিল। বিজেপি ৬৪টি আসন জিতেছে এবং ১টিতে এগিয়ে ছিল। জনতা দল (ধর্মনিরপেক্ষ) জিতেছে ১৯টি আসন।

কর্ণাটকে বিজেপি হেরেছে ঠিক। তবে এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, এই ফলাফল আসবে তা জানা ছিল। কর্ণাটকে বিজেপি ভালো ফলাফল করবে না তা দলের সব নেতাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া প্রচারে গিয়ে তিনি এই আভাস পেয়েছিলেন, বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বলেন, দেশে গণতন্ত্র নেই বলে যাঁরা চেঁচান, এই ফলাফল তাঁদের মুখে চুণকালি মেখেছে। দেশে যে মজবুত গণতন্ত্র বিরাজ করছে তা দেখিয়েছেন কর্ণাটকবাসী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য ভিত্তিক নির্বাচনের ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। তবে ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদীই, তা নিশ্চিত। কেননা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব দেশের রাজনীতিতে এখনও এক বিশেষ ফ্যাক্টর। একটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি হেরে গেছে, তার প্রভাব দেশের রাজনীতিতে পড়বে না, যোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাছাড়া, কর্ণাটকে কেন বিজেপি ক্ষমতা হারাতে পারে এবং কংগ্রেসের জয় হবে সে সম্পর্কে কিছু উদাহরণ বর্ণনা করেছেন তিনি।

পরিজনরা

● প্রথম পাতার পর

সরকার। না হলে আগামী দিনে সরকারকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। প্রতিদিন এই হাসপাতালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগী এবং আত্মীয়-স্বজনরা আসেন চিকিৎসার জন্য।

সংখ্যাটা হাজারের উপরে হবে। কারন এখন নতুন করে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু হয়েছে জিবি হাসপাতালে। তার জন্য আলাদা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। দূর দূরান্ত থেকে এমন কি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও রোগীরা আসছেন হৃদরোগ কিডনি নেফ্রলজিস্ট ও ইউরোলজিস্ট দেখাতে। এমন অনেক অসুস্থ রোগী আসেন যারা হাটতে চলতে পারেন না। এই সমস্ত রোগীদের নিজস্ব যান ঢোকার মতন পরিস্থিতি থাকে না হাসপাতালের দুপাশে রাখা যানবাহনের কারণে। যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা রয়েছে হাসপাতালে আসা রোগী বা তাদের আত্মীয় পরিজনদের দুই চাকার যানবাহন। এর সঙ্গে রয়েছে অটো রিক্সা, মারুতি সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। সঙ্গে চিকিৎসকদের গাড়ি। কোন নিয়ম বা গণ্ডি নেই এসব যানবাহন রাখার। অথচ হাসপাতালে মেডিসিন ওয়ার্ডের সামনে অর্থাৎ টিচিং বিল্ডিং এর যেখানে টিকিট কাউন্টার রয়েছে তার সামনে রয়েছে নো পার্কিং লেখা স্ট্যান্ড।

এই সব কিছু থাকলেও তার কোন তোয়াক্কা করছে না বেসরকারি কিংবা সরকারি যানবাহন চালকরা। টিকেট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের যানবাহন। অনেক সময় ভি ভিআইপিদের যানবাহনের কারণে গোটা এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু বিধায়কের গাড়িও নিষিদ্ধ পার্কিং জোনে রেখে চিকিৎসার জন্য বা রোগী দেখার জন্য হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাচ্ছেন। একই অবস্থা সুপার স্পেশালিটি ব্লকের সামনে। চিকিৎসকদের গাড়ি সারি সারি রাখা। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় যানবাহন। এগুলিও রাখার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। গোটা জিবি হাসপাতাল এমনকি আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ চত্বর জুড়ে যানবাহনের এই বিশৃংখল অবস্থা। চাবি উঠেছে রাজ্যের প্রধান ও অন্যতম জি বি হাসপাতাল কলেবরে বড় হচ্ছে অথচ তার সৌন্দর্যায়নে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেনা। জলের এটিএম কাউন্টার গুলি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

ওএনজিসি এই কাউন্টার তৈরি করে দিয়েছিল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে তা অন্তর্জলী যাত্রা হয়েছে। একই অবস্থা আগরতলা পুরো নিগমের উদ্যোগে যে জলের এটিএম কাউন্টার জিবি হাসপাতালে রয়েছে সেটিরও। রোগী বা তাদের আত্মীয়-স্বজন বসার মত কোন জায়গা নেই। যে কয়েকটা রয়েছে তার চেয়ার গুলি ভাঙ্গা। যাত্রী শেড না থাকলে যা হয়। বর্ষা এলে প্রচন্ড দুর্ভোগে পোহাতে হবে রুগীর পরিজনদের। যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বাড়বে। তাই রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের দাবি আরো কিছু যাত্রী শেড এবং জিবি হাসপাতাল চত্বরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার।

এইসব গাড়ি পার্কিং গুলি দেখার জন্য লোক নিয়োগ করার দাবি উঠেছে হাসপাতালে আসা মানুষদের পক্ষ থেকে। যদিও বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা এখন এই দায়িত্ব সামলাচ্ছে। কিন্তু তাদের পক্ষে সিন্ডিকেট রাজ এর কারণে অনেক কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। এই বিষয়গুলি সরকারকে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। না হলে সমস্যা সমস্যাতেই থেকে যাবে তার আর সমাধান হবে না।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

আপসযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ৫৫৭৬ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ২১৯টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত (এনআই অ্যাক্ট) ৯৭টি মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৩৪টি মামলা, অবমাননা সংক্রান্ত ২১টি মামলা এবং জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১২টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতেও একটি বেঞ্চ বসে ছিল। এই বেঞ্চে ৮০টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হয়। লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ১১টি বেঞ্চ বসে আগরতলা আদালত চত্বরে। ইতিমধ্যে মামলার উভয় পক্ষকেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

আদালত চত্বরে নাগরিকদের সাহায্যের জন্য বসানো হয়েছিল হেল্প ডেস্ক। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিশপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করার জন্য ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব দাতা মোহন জমাতিয়া দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং এই লোক আদালত পরিদর্শন করেন।

বাজারে এল গ্রীষ্মের রসালো ফল লিচু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গ্রীষ্মের অন্যতম সুস্বাদু রসালো ফল লিচু বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন লিচু বিক্রেতারা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর লিচুর আমদানি বেশি হওয়ায় দাম অনেকটাই কম। গ্রীষ্মকালের রসালো এবং সুস্বাদু ফল লিচু। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লিচুর সাথে পাল্লা দিতে পারে তেলিয়ামুড়া মহকুমার লিচু। স্বাদে অতুলনীয় বরাবরের মতই মুংঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন গকুলনগর এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত কুঞ্জমুড়া লিচু বাগানের লিচু। প্রতি বছরই এই সময় মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই লিচু বাগানের লিচু খাওয়ার জন্য মানুষ আসেন। বন দপ্তরের অধিন এই বাগান হলেও প্রত্যেক বছর বাগানের লিচু টেন্ডারের মাধ্যমে এলাকার জনজাতি অংশের মানুষকে দেওয়া হয় যাতে করে তারা এই লিচু বাজারে বিক্রি করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। এতে লাভের মুখও দেখতে পায় তারা।

এবছর ফলন মোটামুটি ভাল হলেও বাজারে বিক্রি করে তেমন উপার্জন হচ্ছে না বলে দাবি লিচু বিক্রেতাদের। কারন বাজারে অন্যান্য জায়গা থেকে যে লিচু আসে তার সাথে স্থানীয় লিচুর চাহিদা কম। এমনটাই জানাল জনজাতি লিচু বিক্রেতারা। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানাযায় ক্রয়ের দামের থেকে অতি সামান্য লাভ করে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে । ১০০ টাকা করে ১০০ টি লিচু বিক্রি করছেন উনারা। তবে সেই মূল্যটাও প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। ধীরে ধীরে এর দাম কমতে থাকে। প্রতি বছর এই লিচু বাগানের লিচু বিক্রি করে এলাকার একটা বড় অংশের পরিবার অর্থ উপার্জনের আশায় থাকেন। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া শহরের এক লিচু বিক্রেতার সাথে কথা বলে জানাযায় তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের লিচুই বেশি বিক্রি হচ্ছে। স্বভাবতই স্থানীয়রা এর ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

আইপিএফটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আইপিএফটি পূর্ব তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের উদ্যোগে এক দিনের কর্মশালা এবং যোগদান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মশালা। কর্মশালা এবং যোগাদান সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই পি এফ টি দলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া। এদিনের এই কর্মশালায় বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ৩৬ পরিবারের ৫৬ জন ভোটার আই পি এফ টি দলে যোগদান করে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি বি.এস.সি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা সহ আই পি এফ টি তেলিয়ামুড়া বিভাগ এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

পানীয়জল, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক সুনিশ্চিত করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগরতলা শহর জলমগ হলে জল নিষ্কাশনের পাম্পগুলি যাতে যথা সময়ে কাজ করে তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যবাসীদের ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রত্যেক ৩ ঘন্টা অন্তর অন্তর স্পেশাল বুলেটিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও আবহাওয়া দপ্তর থেকে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা হচ্ছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে কৃষকদের ফসল নষ্ট হলে তাদেরকে সত্বর সরকারি সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলাস্থিত আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা নেহুল কুলকর্নি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জিব চাকমা।

বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগরতলায় সচেতনতার র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। নেশা মুক্ত রাজ্য এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা তৈরীর জন্য শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক রেলি সংঘটিত করা হয়। রেলীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। নেশা মুক্ত ভারত অভিযান এবং অন্যান্য স্কিম যেগুলি পরিচালিত হয় সমাজ শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সেগুলো নিয়ে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। শোভাযাত্রাটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই শোভা যাত্রাটি উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার উমাকান্ত স্কুল প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। এদিন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন বর্তমান সরকার মহিলা ক্ষমতায়নের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জনপ্রতিনিধির হার বৃদ্ধি করার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য সহ সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম সহ বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত মহিলারা দেশ স্বাধীন এবং দেশ সুরক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার জন্য আন্দোলন জারি রেখেছে। এই প্রয়াস জারি রাখার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে সেবিকা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। খোয়াই জেলা হাসপাতালে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস। এদিন প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার।নার্সদের কঠিন পরিশ্রম, তাদের সেবা ছাড়া কোনও রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠা কঠিন। আজ সেই মানুষদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন। বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। সকল সেবিকাদের পরিশ্রমকে শ্রদ্ধা জানাতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দিনটি।১৯৬৫ সালের ১২ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস প্রথমবার পালন করে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। তারপর থেকে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছে দিনটি।প্রতিটি দেশ নিজের নিজের মত করে পালন করে এই দিনটি। এরই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস। খোয়াই জেলা হাসপাতালে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস। এদিন প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ে জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি হরিশংকর পাল, খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার রাজেশ দেববর্মা, কর্মচারী নেতৃত্ব রাজীব মজুমদার, প্রাক্তন নার্স আভা সাহা, সিনিয়র নার্স নন্দিতা দেব রায় সহ অন্যান্যরা। এর ঠিক পরেই খোয়াই জেলা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ফল মিষ্টি।

ছৈলেংটা মুহকুমা শাসকের অফিসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। শুক্রবার লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা মহকুমা শাসক অফিসে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। রক্তদান এখন শুধু রাজধানী আগরতলা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও রক্তদান শিবির সংগঠিত হচ্ছে। রক্তদান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হচ্ছে বলেই সর্বত্র রক্তদান শিবিরে সারা মিলছে। ছৈলেংটা মহকুমা শাসক অফিসে রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এ কথা বলেন কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বলেন রক্তদানের বিকল্প কিছু নেই। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা রক্তের বিকল্প কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। স্বাভাবিক কারণেই রক্তদানের মধ্য দিয়েই একজন মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। এই মানসিকতা নিয়েই সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কৃষি কল্যান মন্ত্রী। এদিন রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপসিত ছিলেন ছামনু বিধায়ক সম্ভুলাল চাকমা ও এমডিসি সনয় দাস।

ঘূর্ণিঝড়ের মৃদু প্রভাব সুন্দরবন উপকূলে, আংশিক মেঘলা ও বৃষ্টির সঙ্গে বইল দমকা বাতাস

ক্যানিং, ১৩ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ''মোকা'' মৃদু প্রভাব দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায়। শনিবার বিকেলের দিকে কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ও রায়দিঘি এলাকায় শুরু হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইতে থাকে। জেলার অন্য অংশে সকাল থেকে আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। ক্যানিং, জয়নগর, গোসাবা প্রভৃতি এলাকার আকাশ ছিল মেঘলা। বৃষ্টির সঙ্গে কমেছে তাপমাত্রার পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ দাস জানিয়েছেন, প্রবল ঘূর্ণিঝড় আরও শক্তি বাড়িয়ে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়েছে। এর গতিবেগ হতে পারে ১৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে পোর্ট ব্লেয়ারের ৫৫০ কিলোমিটার উত্তর- উত্তর পশ্চিমে এই মুহূর্তে মোখা অবস্থান করছে।

আগামীকাল এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ ও উত্তর মায়ানমারের উপকূল অঞ্চল অতিক্রম করার সময়, বাতাসের গতিবেগ থাকবে, ১৫০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এর প্রভাবে, উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের বেশীরভাগ এলাকায় আজ এবং আগামীকাল প্রবল বর্ষণ হবে। নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং দক্ষিণ আসামের কিছু এলাকাতে'ও আগামীকাল ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্যভারত, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশার উপকূল এলাকায় আগামী ১৫ মে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী তিনদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বাড়বে বলে পূর্বাভাস। অন্যদিকে, দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে, আগামী পাঁচদিন তাপমাত্রার পারদ চড়বে ২'থেকে চার ডিগ্রি।

প্রয়োজন

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু না হয় তারজন্য স্বেচ্ছা রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে রক্তদান এখন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই আয়োজন যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য অর্থমন্ত্রী সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। রক্তদান শিবির উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উপদেষ্টা তথা বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রামঠাকুর সেবা মন্দিরের সম্পাদক স্বপন কুমার বণিক।

মধুপুর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হরিপুর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যেই বাইকগুলি চুরি করা হয়েছিল। পুলিশ ধৃত বাংলাদেশী যুবকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সক্রিয় রোগী ৪৯

● প্রথম পাতার পর

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২ জন করে এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচ জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

ভবিষ্যতে কী হবে তা মানুষই বলে দেবে, রাহুলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য

শিমলা, ১৩ মে (হি.স.): কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের আভাস পেতেই দলের নেতা-কর্মীরা রাহুল গান্ধী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে দাবি করছেন। এই বিষয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরাকে প্রশ্ন করা হলে একগাল হেসে তিনি জানান, ভবিষ্যতে কী হবে তা মানুষই বলে দেবে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম যে কর্নাটকে ক্ষমতায় আসা প্রচুর দায়িত্বের কাজ। আমরা মানুষের কাছে কিছ প্রতিশ্রুতি নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সেগুলিকে পূরণ করতেই হবে। মানুষের জন্য কাজ করতেই হবে আমাদের। মানুষই বলে দেবে ভবিষ্যতে কী হবে।'শনিবার শিমলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে রাজনীতি জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে কথা বলে না, তা এ দেশে আর চলবে না। আমরা হিমাচল এবং কর্ণাটকে তা দেখেছি। মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চায় এবং এর সমাধান চায়...।'

গণতন্ত্র

● প্রথম পাতার পর

কর্ণাটকে জয়ী হয়েছে। অথচ, ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই বলে বামেরা হাহাকার শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ৩৫ বছর ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ছিল না। এখন তা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ধন্যবাদ জানাই। আমি বিজেপি কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করি। আমরা সামনের সময়ে আরও বেশি উতাহের সাথে কর্ণাটকের সেবা করার জন্য উন্মুখ।'

াঙ্গন

মেঘধন, রবীন্দ্র, অভিষেক, বিশ্বজিতের পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত জয় জেআরসি-র

নীপকো:- ১৬২/৯(২০) জেআরসি:- ১৬৪/4(১৮.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। এবারও জয়। ১৬২ রানকে তাড়া করে দুর্দান্ত জয় জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হলেও সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে গড়ে ওঠা জেআরসি জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগোচ্ছে। শক্তিশালী টিম নীপকো ক্রিকেট দলকে ছয় উইকেট এর ব্যবধানে জে আর সি কর্তৃত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। দাবদাহের কারণে ডে-নাইটে, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নীপকো মাঠে আজ রোমাঞ্চকর ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। টস জিতে নীপকো টিমের অধিনায়ক শুভ্রনীল সেনগুপ্ত প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে স্নেহাশীষ বিশ্বাসের ৪২ রান, বিকাশ দেববর্মার ৩৫ রান, অতনু হালদারের অপরাজিত ৩১ রান এবং ধনঞ্জয় দে-র ২৬ রান উল্লেখযোগ্য। জেআরসি-র বিশ্বজিৎ দেবনাথ ২২ রানে এবং অধিনায়ক অভিষেক দে ৩২ রানে ৩টি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, দিব্যেন্দু দে দুইটি এবং রবীন্দ্র শর্মা একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব দুর্দান্তভাবে ১৮. ৪ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার মেঘধন দেবের বুদ্ধিদীপ্ত অপরাজিত ৭৬ রান এবং রবীন্দ্র শর্মার অপরাজিত ৪৪ রান দলকে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় এনে দেয়। অনির্বাণ দেব-এর ১৮ রানও উল্লেখ করার মতো। তবে জেআরসি-র প্রসেনজিৎ সাহা, বাপন দাস, সুব্রত দেবনাথ, অভিষেক দেববর্মা, মিল্টন ধর-এর সম্মিলিত পারফরম্যান্স দলকে জয় এনে দেয়। অনবদ্য অপরাজিত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ মেঘধন দেব পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের ট্রফি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন আম্পায়ার তাপস দেব ও চয়ন দত্ত। খেলা শেষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে নীপকো-র ডিজিএম মেডিকেল এন্ড হেলথ সার্ভিস ডা. এস এস চৌধুরী, জার্নালিস্ট বিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন। ডিজিএম ডা: চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণে দারুণভাবে ম্যাচটি উপভোগ করেছেন বলে আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। জেআরসি-র সচিব তথা টিম ক্যাপ্টেন অভিষেক দে এবং নীপকো টিম ক্যাপ্টেন শুভ্রনীল সেনগুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অমরপুরে ক্লাব ক্রিকেটে রামকৃষ্ণের হাত ধরে সেমিফাইনালে জুপিটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ইভান চন্দ্র রিয়াংকে ছাপিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ জমাতিয়া। তৃতীয় দল হিসাবে সেমিফাইনালে উঠলো জুপিটার ক্লাব। শনিবার একতরফা ম্যাচে জুপিটার ক্লাব ৮১ রানে পরাজিত করে ব্রু সুংনাই মথৌ দলকে। রামকৃষ্ণ জমাতিয়ার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জুপিটার ক্লাবের গড়া ১৩০ রানের জবাবে ব্রু সুং নাই মথৌ দল মাত্র ৪৯ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রামকৃষ্ণ জমাতিয়া প্রথমে ব্যাট হাতে ৪১ রান করার পর বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দলকে শেষ চারে তুলতে মূখ্য ভূমিকা নেন। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় রামকৃষ্ণ জমাতিয়াকে। এছাড়া বিজয়ী দলের শ্রাবণ কুমার জমাতিয়া ৪ উইকেটে পেয়েছেন। শনিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইভান চন্দ্র রিয়াং এর বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মাত্র ১৩০ রানে গুটিয়ে যায় জুপিটার ক্লাব। দলের পক্ষে রামকৃষ্ণ জমাতিয়া ২৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, গোপাল জমাতিয়া ২৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং পূর্ণ সাধন জমাতিয়া ৪৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। ব্রু সুংনাই মথৌ দলের পক্ষে ইভান চন্দ্র রিয়াং (৫/২৯) এবং প্রল্লাদ রিয়াং (৪/২১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে রামকৃষ্ণ জমাতিয়া এবং শ্রাবণ কুমার জমাতিয়ার বিধবংসী বোলিংয়ের সামনে ব্রু সুংনাই মথৌ দল মাত্র ৪৯ রান করার ফাঁকে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে মনিবাবু ত্রিপুরা ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং রাজেন্দ্র রিয়াং ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। জুপিটার ক্লাবের পক্ষে রামকৃষ্ণ জমাতিয়া (৫/২৮) এবং শ্রাবণ কুমার জমাতিয়া (৪/১৭) সফল বোলার। প্রসঙ্গত: ইতিমধ্যে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি এবং ব্রুআইট ডায়মন্ড ক্লাব সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছিলো। ১৫ মে শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাব খেলবে বয়াখা বাকসা ক্লাবের বিরুদ্ধে।

মট্রিক্সে বিশেষ দাবা প্রশিক্ষণ শিবির চলছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। দুদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ১০ জুন। আসরে ভালো ফলাফলের জন্য মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। প্রতিদিন চলছে ওই শিবির। এ মাসের শেষ সপ্তাহে আকাদেমির দাবাড়ুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে রাজ্যে আসবেন ভারতীয় যুব দলের কোচ তথা ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত। প্রশেক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে ইচ্ছুকদের কোচ কিরীটী দত্ত-র (৭০০৫২৯১৯৭৬) সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের ৩ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। গুরুত্বপূর্ণ তিন ম্যাচ আজ। তাতে মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে চলমান সঙ্ঘ খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে ব্লাডমাউথ খেলবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে। সবকটি দলই শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছে। প্রতিটি দলই চাইছে আগামীকাল জয় পেয়ে আরও এগিয়ে যেতে। শেষ ম্যাচে বি সি সি-র বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে কিছুটা হলেও চাপ নিয়েই মাঠে নামবে ব্লাডমাউথ। তবে আগামীকাল গ্রুপের শেষ স্থানে থাকা হার্ভের বিরুদ্ধে জয় পেতে বাপ্পা দাস-দের তেমন অসুবিধে হবে না মনে করছেন ক্রিকেট প্রেমীরা। এম বি বি স্টেডিয়ামে দিনের অপর ম্যাচে ও পি সি খেলবে ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, পোলস্টার এ পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয় ছিনিয়ে ১৬ পয়েন্ট পেয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে চলমান সংঘ। চার ম্যাচের তিনটিতে জয় ছিনিয়ে ১২ পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে তারা দ্বিতীয় শীর্ষে। ব্লাডমাউথ এবং বিসিসি রয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে। দু দলের পয়েন্ট সময় সংখ্যক ১২ হলেও রান রেটের নিরিখে তারা একে অপরের পেছনে রয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে জয় পেলেও ইউনাইটেড বি এস টি পরবর্তী পরপর তিনটি ম্যাচে হেরে যাওয়ায় আপাতত পাঁচ নম্বর স্থানে রয়েছে। হার্ভে এখনও জয়ের স্বাদ পায়নি তবে ও পি সি ও মৌচাক রয়েছে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে।

NOTICE, INVITING e-TENDER

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-03/EE/DWS/JRN/2023-24,

Dated-10/05/2023.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PwoiCentral & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 08/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,70,703.00	₹. 19,414.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 09/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,70,545.00	₹. 19,411.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 10/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,70,555.00	₹. 19,411.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 11/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,70,565.00	₹. 19,411.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 10/05/2023 .at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 25/05/2023 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 25/05/2023 at 15.30 hours.
This detailed Press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & lish_as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and owbehalf of the Governor of Tripura"

(Er. P. K. DAS)
Executive Engineer
DWS Division, Jirania,
Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-501/23

রাজ্য স্কুল ভলিবলে গোমতী ও উত্তর সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্য স্কুল ভলিবলে উত্তর জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্সআপ খেতাব পেয়েছে সিপাহী জলা জেলা দল। ফাইনাল ম্যাচে উত্তর জেলা দল ২৫-১৮ ও ২৫-২০ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোমতী জেলা দল। এক্ষেত্রে রানার্স খেতাব পেয়েছে খোয়াই জেলা দল। ফাইনাল ম্যাচে গোমতী জেলা দল ২৪-২৬, ২৫-২০ এবং ১৫-১১ পয়েন্টে অর্থাৎ ২-১ সেটে খোয়াই জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

MEMORANDUM

The date for submission of Request for proposal (RFP) for Hiring of Agency/Firm/Service Provider with valid Commercial Registration for Supply of 2(two) Mahindra Bolero for TRLM vide no.No.F.5(79)-RD(TRLM)/202 1/707 dated 13/04/2023 has been extended for more | I(eleven) days i.e.. till 22.05.2023 upto 3.00PM. The detailed RFP may be seen in websites www. rural.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in and www. trim.tripura.gov.in.

(L. Darlong, TCS, SSG)
Addl. Chief Executive Office
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA/C-497/23

PNIeTNo. 23-25/EE/DWS/BLG/2023-24 dated 08/05/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 30/05/2023 for Constn. of 1 (one) No Semi Permanent Pump House with other allied works Gr-1, Gr-2, & Gr-3 (3rd Call) under Nalchar RD Block. For details please visit https: tripuratenders .gov.in and https: //etenders.gov.in / eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

(Er.A.B.Chaudhuri)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA/C-478/23

MEMORANDUM

Short NIT NO: - 02/SDO/IESD/STB/2023-24, DATED: - 06/05/2023 is here by cancelled due to unavoidable circumstances.

Sub Divisional Officer
I.E. Sub-Division, PWD
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-496/23

NOTICE INVITING NIQ

College of Agriculture, Tripura invites NIQ from reputed organizations for providing food and catering services during 7 days state level training programme on beekeeping at College of Agriculture, Tripura, Lembucherra, West Tripura during 22.05.2023 to 28.05.2023 tentatively. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from coatripura.ac.in. Last Date of submission of the NIQ on or before 18.05.2023 upto 14:00 hrs.

Sd/-
(Dr. T. K. Maity) Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

ICA/C-474/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-III/EE/RDUD/G/2023-24 DATED 10-05-23

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 31-05-2023 for the following work-
1. Procurement and supply of Ceramics/vitrified Tiles/M: various worksites under Matabari/ Kakraban/Killa/T. 'epania R. arble slab/Stone & Adhesive at D Block under Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to will be available in the website rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum only.

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

ICA/C-495/23

MEMORANDUM

Due to unavoidable circumstances the last date of dropping & opening of tender document against Press Notice Inviting e Tender No.01/EE/WR-IIV/UDP/2023-24 dated 20.04.2023, which was communicated vide Memo No.F.TC-2/EE/WR-III/UDP/1 12-53 dated 20.04.2023 is hereby extended upto 3.00 PM on 16.05.2023 instead of 11.05.2023 and upto 4.00 PM on 17.05.2023 instead of 12.05.2023 respectively.
All other terms & condition will remain unchanged.

(Er. M .Mog)
Excutive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur. Gomati, Tripura

ICA/C-490/23

নবোদয় সংঘে যোগাসন প্রদর্শনী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। যোগাসন প্রদর্শনী। নবোদয় সঙ্ঘের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। শুরু হবে ১০ জুন থেকে। এছাড়া থাকবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে অনেক কিছু। প্রতিযোগিতা শেষ হবে ১৮ জুন। অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের ৯ জুনের মধ্যে এন্টি জমা দিতে সচিব অমিত চৌধুরি অনুরোধ করেছেন।

রাজ্য ফুটবলে স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন, রানার্স সিপাহীজলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্য সরকার যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের আওতাধীন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ স্কুল ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচটি শনিবার অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। এদিন ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় সিপাহীজলা জেলা বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ আর জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এদিন শেষ হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি। নির্ধারিত সময়ে ১ - ১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলেও, পরবর্তী সময়ে ট্রাইবেকারের মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি হয়। ট্রাইবেকারে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৫ - ৪ গোলে সিপাহীজলা জেলাকে হারিয়ে জয়ের খেতাব অর্জন করে এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নেয়। দুই দলের লড়াই শেষ হবার পর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকার এবং দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

বালিকাদের জন্য কর্মজীবন নির্দেশিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ই মে।। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রাঙ্গনে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আজ দুপুরে বালিকাদের জন্যে কর্মজীবন নির্দেশিকা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ছাপ্পান্ন জন ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিস্তারিত ভাবে অনেক কিছু জানতে পারে। এই কর্মশালায় আলোচনা করেন শারীর শিক্ষার তথা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জয়দ্বীপ তালাপত্র। আগামী জীবনে কি কি নিয়ে পড়াশুনা করলে কি হওয়া যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। অংশগ্রহণকারী সকলেই অনেক কিছু জানতে পেরে সব্বাই আপ্লুত। এই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষক প্রণব অখণ্ড। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিদ্যালয় প্রধান সান্তনু সূত্রধর সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীতে আরো নানান কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

রাজ্য স্কুল ফুটবল শুরু সিপাহীজলা ধলাই জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্য স্কুল ফুটবলের উদ্বোধনী দিনে আজ দুটি ম্যাচ হয়েছে। শুরুতে সিপাহী জলা ২-১ গোলের ব্যবধানে খোয়াই কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে পলাশ সরকার ও রাজেশ মলসুম দুটি গোল করে। খোয়াই-এর পক্ষে একমাত্র গোলটি করেছে আরমা-জমাতিয়া। অপর ম্যাচে ধলাই জেলা সাত- ছয় গোলের ব্যবধানে টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটে গোমতীকে পরাজিত করেছে। তিনদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৭ বালকদের স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ, বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়েছে। বি কে আই মাঠে এর উদ্বোধন করবেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া।

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি?

উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয়?

উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.
Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।
https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/ property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায়?

উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.: 02/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24 Date: 04.05.2023

The Executive Engineer, DWS Division, Kamalpur, Dhalai Tripura on behalf of the 'Governor of Wripura', invites online percentage / item rate e-tender in single /twe bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't

Sl. No.	Name of Work
1	R/Mtc. of RWS schemes under DWS Division, Kamalpur/ SH:- Deployment of water tanker (Model of the vehicle Bolero Pick-Up FB/ Mahindra Supro Maxi Truck T2/ Mahindra OPTIMO BSIV HD CRDe or of similar capacity) for supply of drinking water on urgent basis in different areas under **DWS Sub-Division, Kamalpur** during the year 2022-23, (Group-II) (3rd Call). **DNIeT No: 26/EE/PWD(DWS)/KMP/2022-23** Estimated Cost: Rs. 1,49,998.00 Earnest Money:- Rs. 3000.00 Bid Fee: Rs. 1000.00 Last date & time for online Bidding: 30-05-2023 up to 3:00 PM
2	R/Mtc. of RWS schemes under DWS Division, Kamalpur/ SH:- Deployment of water tanker (Model of the vehicle Bolero Pick-Up FB/ Mahindra Supro Maxi Truck T2/ Mahindra OPTIMO BSIV HD CRDe or of similar capacity) for supply of drinking water on urgent basis in different areas under **DWS Sub-Division, Kamalpur** during the year 2022-23, (Group-III) (3rd Call). **DNIeT No: 27/EE/PWD(DWS)/KMP/2022-23** Estimated Cost: Rs. 1,49,998.00 Earnest Money:- Rs. 3000.00 Bid Fee: Rs. 1000.00 Last date & time for online Bidding: 30-05-2023 up to 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in and https://etenders.gov.in /eprocure/app.

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai Tripura

ICA/C-485/23

নেশা কারবারি সন্দেহে মহিলার সাথে দুর্ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরার নেশায় বুদবুদ করছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা। নেশার কারবারির মূল পান্ডাদের ধরতে না পারলেও পুলিশ গুটি কয়েক চুনোপুটি কারবারি ও সেবনকারীদের ধরেই বাহবা অর্জন করতে দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত পুলিশ বাবুদের। অন্যদিকে মূল কারবারিদের ধরতে না পারলেও সহজ-সরল কিছু এলাকার লোকদের নেশা কারবারি সন্দেহে ধরে হয়রানি করতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে। এমনই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল চাকমাঘাটের এক সহজ সরল মহিলার সঙ্গে আজ সকাল বেলা।

ঘটনায় জানা যায় আজ সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ চাকমা ঘাট থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে একটি অটো পরে একজন মহিলা নেতাজি নগর এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক হিরো দেব এর বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন সিআরপিএফ জোয়ান সিভিল ড্রেসে ওই বাড়ি থেকে নেশা কার বাড়ি ভেবে মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে জাতীয় সড়কের পাশে নিয়ে আসে এবং মহিলার ব্যাগে তল্লাশি চালায়। যদিও তল্লাশির কালে কোন কিছুই ওই মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়নি। এলাকাবাসীরা জড়ো হতে দেখে দুজন ওই এলাকা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই গাঁ ঢাকা দে। ওই মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে তার বাড়ির মালিককে জানায় জোর হতে থাকে এলাকাবাসীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই দুই যুবক ফের ওই জায়গায় এসে নিজেদের ভুল স্বীকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু এলাকাবাসীসহ ওই বাড়ির মালিক দুজন যুবককেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে কেন এবং কোন অপরাধে ওই মহিলাকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মহিলার ব্যাগ তল্লাশি করে। তখন তারা পুলিশের লোক বলে সেখানে পরিচয় দেয় যদিও তারা কোন প্রমাণপত্র বা কোন কিছুই দেখাতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে তারা স্বীকার করে যে চাকমা ঘাট এলাকার ৭১ নং ব্যাটেলিয়ানের সিআরপিএফ জোয়ান। তাদের কাছে খবর ছিল ওই ওটো করে একজন ড্রাগ ব্যবসায়ী তেলিয়ামুড়ার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু কে সেই ড্রাগ ব্যবসায়ী তাদের কাছে তার কোন সঠিক তথ্য ছিল না। তাই ওই মহিলাকে সন্দেহে বসত তল্লাশি করার জন্য ওই বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। ওই মহিলার যে বাড়িতে গৃহ পরিচালিকার কাজ করে সেই বাড়ির মালিক জানান যেভাবে মহিলাকে টেনে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে তা অন্যায় হয়েছে এভাবে কেউ কাউকে সন্দেহবশত বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসতে পারে না তাও আবার মহিলা পুলিশ কর্মী ছাড়া। যদিও পরবর্তী সময়ে ওই মহিলার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে দুই জোয়ান সেখান থেকে রেহাই পায়।

এদিকে দেখা যায় আজ সমাজের অন্য চরিত্র। গরিব এবং গৃহ পরিচালিকা বলেই ওই মহিলার পেছনে আজ কেউ দাঁড়ায়নি সামান্য ক্ষমা চেয়ে শ্লীলতাহানির মত ঘটনা ঘটে গেলেও এই দুই যুবক পার পেয়ে গেল। যদিও এই এক যুবকের নাম জীবন দেবনাথ বারি চাকমা কার্ড এলাকায় অন্যজনের নাম জানা যায়নি। এই ধরনের অহরহ ঘটনা ঘটে গেলেও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা এখনো শীত ঘুমে। যদিও আজ সকালে ধাওয়া করা অটোটি কে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় এবং কিছুই পাওয়া যায়নি বলে জানায় ঐ ২ যুবক। এত বড় ঘটনা ঘটে গেলেও ওই ঘটনার কোন কিছুতেই থালাবাবুরা খবর রাখেনি। এখন দেখার বিষয় ওই গরিব পরিচারিকার পেছনে সমাজের কেউ না দাঁড়ালেও সংবাদ সম্প্রচারের পর ঘটনার তদন্তক্রমে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা সুমটু ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন কিনা।

শুনেছি শীঘ্রই বেঙ্গল স্টোরি আসবে, দ্য কেরালা স্টোরি দেখে প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সকল সদস্য ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বদের নিয়ে আজ সিনেমা হলে দ্যা কেরালা স্টোরি দেখতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। সিনেমাটি দেখার পর তিনি চোখে জল চলে এসেছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

এদিন তিনি দ্য কেরালা স্টোরি সিনেমার পরিচালককে এমন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এই সিনেমা অবশ্যই দেখা উচিৎ।

সাথে তিনি যোগ করেন, সত্যিকারের ঘটনাকে সামনে রেখে সিনেমাটি তৈরা করা হয়েছে। দেশের সকল মানুষদের এই সিনেমাটি দেখা উচিত। সিনেমাটি সন্ত্রাসবাদের নৃশংস নকশাকে প্রকাশ করেছে।

এদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গে দ্যা কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারঁ কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করে কোনো লাভ হবে না। মানুষ ঠিকই সিনেমাটি দেখে নেবেন। তিনি শুনেছেন, শীঘ্রই দ্য বেঙ্গল স্টোরি আসতে চলেছে।

চুড়াইবাড়িতে যাত্রীবাহী নাইটসুপার থেকে ১.২৫ লক্ষ টাকার গাঁজা সমেত গ্রেফতার এক

বাজারিছড়া (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : অসম-ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি গেটে আবারও গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এবার একটি নাইট সুপার থেকে জনৈক যাত্রীর হেফাজত থেকে ১.২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ প্যাকেটে ১২.৪০০ কিলোগ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছেন অসমের করিমগঞ্জ জেলাধীন বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের কর্মীরা। গাঁজা পাচারের অভিযোগে এক যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বিহারের জামুই থানা এলাকার ছোটুধর্মা গ্রামের জনৈক নারায়ণ সাহুর বছর ৪২-এর ছেলে রাকেশ সাহু বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাজারিছড়া থানার এসআই দীপক সিংহ জানান, রাকেশ সাহু নামের ব্যক্তি শুক্রবার সন্ধ্যারাতে এএস ০১ এনসি ০২৪৩ নম্বরের আগরতলা-গুয়াহাটিগামী একটি নাইট সুপারে করে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম ভূখণ্ডের চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে আসার পর গেট ইনচার্জ প্রণব মিলির নেতৃত্বে বাসে তালাশি চালান কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তালাশি অভিযানে বাস থেকে তাঁরা শুকনো গাঁজাগুলি উদ্ধার করেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদে গাঁজাগুলির মালিক সে নিজে বলে স্বীকার করে রাকেশ সাহু। তিনি জানান, যাত্রী নৈশ বাসকে ছেড়ে দেওয়া হলেও নিষিদ্ধ গাঁজা পাচারের অভিযোগে রাকেশ সাহুকে আটক করে রাখা হয়। পরবর্তীতে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ শনিবার তাকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে ধৃতকে পাঠানো হয় জেলা কারাগারে।

এমবিবি কলেজ এলাকাকে দৃষ্টিনন্দন করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী এমবিবি কলেজ এলাকাকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলার লক্ষ্যে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কলেজের অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ এলাকা পরিদর্শন করেন। কলেজের আশপাশ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা আজ কলেজের প্রিন্সিপালকে সঙ্গে নিয়ে কলেজের আশপাশ পরিদর্শন করেন এবং কিভাবে কলেজকে আরো সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর ও বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ জানান এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা কলেজ এলাকার পরিবেশ আরো সুন্দর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা হয়েছে। আশা ব্যক্ত করে কলেজের অধ্যক্ষ বলেন এম বি বি কলেজের ঐতিহ্য অক্ষুণ রাখতে এবং কলেজ এলাকাকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলার জন্য যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা সময়োপযোগী। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

খোয়াই থানার উদ্যোগে প্রয়াস কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। শনিবার দুপুরে খোয়াই থানার উদ্যোগে খোয়াই থানা এলাকার মনাইছড়া গ্রামে মনাইছড়া কমিউনিটি হলে প্রয়াস মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এই প্রয়াস মিটিংয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিনা দেববর্মা, খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর, খোয়াই থানার ওসি রাজকুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। এই প্রয়াস মিটিং থেকে যুবকদের বার্তা দেওয়া হয়, নেশার বিরুদ্ধে সর্বদা সক্রিয় থাকার জন্য। মিটিং শেষে মনাইছড়া গ্রামের পাঁচটি পাড়ার যুবকদের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। বিশ্ব কবি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ।আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত স্বেচ্ছার রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা। এইদিন শিবিরের শুরুতে সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অতিথিরা রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের পতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে শুরু হয় রক্তদান শিবির। এইদিনের শিবিরে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির সদস্য সদস্যারা স্বেচ্ছায় উৎসাহের সাথে রক্তদান করে। সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা জানান এইদিনের রক্তদান শিবির তাৎপর্যপূর্ণ। কারন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি। সমাজের অন্যান্য মানুষের থেকে দৃষ্টিগত দিক থেকে তারা কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও রক্তদানে তারা পিছিয়ে নেই। এইদিনের রক্তদান শিবিরের মধ্যদিয়ে তা প্রমানিত।

সিলিন্ডার রিফিল করার গোডাউনে বিস্ফোরণ

গাজিয়াবাদ, ১৩ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে বিস্ফোরণ হল সিলিন্ডার রিফিল করার একটি গোডাউনে। বিস্ফোরণের পর ওই গোডাউনে আগুনও ধরে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল এবং সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। গাজিয়াবাদে সিলিন্ডার রিফিল করার গোডাউনে বিস্ফোরণের ঘটনায় এসিপি সুজিত কুমার বলেছেন, আমরা গাজিয়াবাদের কেলা ভাট্টা এলাকায় একটি বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।এসিপি সুজিত কুমার আরও বলেছেন, আমরা একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছি। তিনি অবৈধভাবে সিলিন্ডার রাখছিলেন; তিনি সিলিন্ডার রিফিলিংয়ের সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারেন। এতে দু’’টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কর্ণাটক জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় জয় আকারে রাজ্য ও কংগ্রেস নেতা সমর্থকদের মধ্যে আনন্দ উল্লাসের ঢেউ পরিলক্ষিত হয়। শনিবার সকাল থেকেই আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকদের জড়ো হতে দেখা যায়। একে একে যখন কর্ণাটক বিধানসভার ফলাফল ঘোষণা হয়েছিল এবং ফলাফল কংগ্রেসের অনুকূলে আসছিল তখন থেকেই বাজি ফটকা ফাটিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন কংগ্রেস সমর্থকরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন বিধায়ক আসিস সাহা বলেন কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বেই কেন্দ্রে সরকার গঠিত হবে বলে কংগ্রেস দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

এদিন কর্নাটকে কংগ্রেসের জয় রাজ্য কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের মধ্যে যেন নতুন করে অক্সিজেনের সঞ্চার হয়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতাকর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল খুবই বলেও মনে করছেন কংগ্রেসের নেতৃত্ব। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর দল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে বলে দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে কর্নাটকের ভোটে ফলাফল ঘোষণা হতেই দেখা যায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেসের জয়। কর্নাটকের এ জয় ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসের জন্য রূপরেখা তৈরি করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন আশীষ সাহা। শ্রী সাহা ত্রিপুরার গত বিধানসভার নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বলেন, কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে তাদের মনোবল নষ্ট করে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বিজেপি। কিন্তু এইগুলি করে কোন লাভ হবে না। দেশের মানুষ কংগ্রেসের সাথে রয়েছে। তিনি আরো বলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো আন্দোলনের প্রতিফলন কর্ণাটক থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশে কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা ব্যক্ত করলেন আশীষ কুমার সাহা।

প্রয়াত টিসিএস অফিসার কৃশানু দেকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন সমবায় দপ্তরের অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বহিঃ রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন ২০১০ সালের টি সি এস ব্যাচের অফিসার কৃশানু দে। শুক্রবার কলকাতারা একটি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। শেষে সময়বায় দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন এই টি সি এস অফিসার।

শনিবার সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে আশা হয় রাজ্যে। তাঁর প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে শোক জ্ঞাপন করে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশন তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে। এদিন মরদেহ নিয়ে আশা হয় ওল্ড কালিবাড়ী রোড স্থিত ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান সমস্ত অফিসারেরা। অল্প বয়সে প্রয়াত হয়েছেন এই টি সি এস অফিসার।

কাজের প্রতি তিনি ছিলেন আন্তরিক। প্রয়াত কৃশানু দে-র পরিবার পরিজনের পাশে থাকবে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক অসীম সাহা। তিনি আরো বলেন হয়তো মৃত ব্যক্তিকে তারা তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য চাহিদা ও সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তারা সব সময় পরিবারের পাশে থাকতে চান।

উত্তর প্রদেশের শহরাঞ্চলের নির্বাচনে বড় জয় বিজেপির, আদিত্যনাথকে সংবর্ধনা দলের

লখনউ, ১৩ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের পৌরসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে সম্প্রতি হওয়া ১৭টি পুরসভার ভোটের মধ্যে ১৭টি-তেই জিতল বিজেপি। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ভোটে খাতাই খুলতে পার না সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, বিএসপি। ১৯৯টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মধ্যে বিজেপি জিতল ৯৯টি-তে, ৩৮টি-তে জয় পেল এসপি, ১৮টি বিএসপি, কংগ্রেস জিতল ৪টিতে। আর নগর পঞ্চায়েতের ৫৪৪টি আসনের ৫৪৪টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে গেল ১৯৩টি, অখিলেশ যাদবের দল জিতল ৮৬টি, মায়াবতীর দল পায় ৪৩টি ও কংগ্রেস জেতে ৬টি-তে।

শহরাঞ্চলের স্থানীয় নির্বাচনে বড় জয়ের পর লখনউয়ে দলের কার্যলয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেন দলীয় নেতা, কর্মী, মন্ত্রীরা। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ২০১৭ সালে, বিজেপি ৬০টি আসন জিতেছিল। কিন্তু এই বছর আমরা শহুরে স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে দ্বিগুণেরও বেশি আসন জিতেছি। যোগীর কথায়, আমাদের মিত্র আপনা দল (সোনেলাল) সুয়ার এবং চানবে উপ-নির্বাচনে জিতেছে এবং সমাজবাদী পার্টিকে পরাজিত করেছে। নগর স্থানীয় নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনে আমাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানাই। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই উত্তর প্রদেশ সরকার তাদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করে যাবে।

কর্ণাটক গণতন্ত্রের জন্য নতুন জীবন দেখিয়েছে : রণদীপ সুরজেওয়ালা

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে (হি.স.): কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে জিতে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে কংগ্রেস। এই জয়ের পর কর্ণাটকে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বলেছেন, ’ইতিহাস সৃষ্টি করেছে কর্ণাটক। কর্ণাটক শুধুমাত্র কর্ণাটকের জনগণের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য একটি নতুন জীবন দেখিয়েছে। এটি প্রতিটি কান্নাড়িগার বিজয়।’কর্ণাটকে জয়ের পর কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, ডি কে শিবকুমার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সহ কংগ্রেস নেতারা শক্তি প্রদর্শন করেছেন। খাড়গে এদিন বলেছেন, আপনাদের সবাইকে এভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে তবেই আমরা যুদ্ধে জিততে পারব এবং তবেই দেশকে বাঁচানো যাবে। আপনারা যদি সর্বত্র গণতান্ত্রিক সরকার চান তবে আগামী নির্বাচনে আমাদের আরও বড় লড়াই করতে হবে।

সলমনকে স্বাগত জানালেন মমতা

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : কলকাতায় এসে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন বলিউডের ‘ভাইজান’ সলমন খান। শনিবার ইস্টবেঙ্গলের মাঠে অনুষ্ঠান রয়েছে ভাইজানের। সেই মতো শুক্রবার রাতেই কলকাতায় পা রাখেন তিনি। শনিবার বিকেল থেকেই কালীঘাটের রাস্তায় জমতে থাকে ভিড়। এরপর বিকেল ৪টে ২০ নাগাদ ঢুকতে থাকে সলমন খানের কনভয়। এরপরেই নজরে আসে কালো টয়োটা গাড়িতে। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।গাড়ি থেকে প্রথমে নামেন ভাইজানের দেহরক্ষী শের খানও। সলমন বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাদা উত্তরীয় পরিয়ে ঘরে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। সলমন খানের পরনে ছিল আকাশি শার্ট, ফেডেড জিন্স, চোখে সানগ্লাস। ‘ভাইজান’-এর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাড়ির উঠোনে ঘরোয়া পোশাকে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাত জোড় করে নমস্কার করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ফেলেন। পাশাপাশি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে ছবিও তোলেন।এরপর সলমন জুতো খুলে ঘরে ঢোকেন। প্রায় আধঘণ্টা সেখানে ছিলেন বলিউড তারকা। এরপর বেরিয়ে যান। তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সঙ্গে যান মুখ্যমন্ত্রী। কালীঘাটের বাড়ির ছোট্ট বাগানটি দেখে সলমনের বেশ ভাল লেগেছে বলে তাঁর শরীরীভাষায় প্রকাশ। তাঁর বাড়ির সামনে দলের নেতৃত্ব ছাড়াও বহু সলমন অনুরাগীকেও দেখা গেল।

দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মী ও কর্মচারী সংঘের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। টিএসইসিএল কর্মী ও কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে আসন্ন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিসেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে আজ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় দুর্গা চৌমুহনী বিপণী বিতানে।রাজ্যেও ধেয়ে আসছে মোকা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মোকার প্রভাবে রাজ্যেও প্রবল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত থাকতে হয়। কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা চৌমুহনে বিপনী বিতানে টি এস ই সি এল কর্মী ও কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রত্যেক বিদ্যুৎ কর্মীকে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করে বিদ্যুৎ পরিষেবা অখুন্ন রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে গিয়ে কোথাও কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। রাজ্য সরকার রাজ্যের সর্বত্র নিরপচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন নান্না জানিয়েছেন বর্ষাকালে দু’’মাস রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা নীরবচ্ছিন্ন রাখার তাগিদে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।। রাজ্যের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজার সময় যেভাবে বিদ্যুৎ কর্মীদের ২৪ ঘন্টা কাজে লাগানো হয় ঠিক সেই ভাবেই এই বর্ষাকালে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য বিদ্যুৎ কর্মীদের ২৪ ঘন্টা কাজে লাগানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান প্রতিটি বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন এলাকায় একটি করে অতিরিক্ত গাড়ির সংস্থান করা হয়েছে। কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে যাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।